কাব্য-আমপারা

নজরুল ইসলাম

সুরা ফাতেহা

—·—

(শুরু করিলাম) লয়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

—·—

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদের চালাও,
যাদের বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথ-ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু।

২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০

অনুবাদক —
নজরুল ইসলাম

উৎসর্গ

বাঙলার নায়েবে-নবী

মৌলবী সাহেবানদের

দস্ত-মোবারকে—

আরম্ভ

আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র "কোর-আন" শরীফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এতদিন তা ক'রে উঠতে পারিনি। বহু বৎসরের সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে অন্ততঃ প'ড়ে বুঝবার মতও আরবী-ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি ব'লে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কোর-আন শরীফের মত মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হ'ত না—যদি আরবী ও বাঙলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোনো যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হ'তেন।

ইসলাম ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য সবকিছু—কোরআন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবী ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা—বাঙালী মুসলমানেরা—তা নিয়ে অন্ধ-ভক্তিভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষায় যে কোন্ মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাষটুকু জানি। আজ যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোর-আন মজীদ, হাদিস, ফেকা প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন, তাহ'লে বাঙালী মুসলমানের তথা বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন। অজ্ঞান-অন্ধকারের বিবরে পতিত বাঙালী মুসলমানদের তাঁরা বিশ্বের আলোক-অভিযানের সহযাত্রী করার সহায়তা করবেন। সে শুভদিন এলে আমার মত অযোগ্য লোক এ বিপুল দায়িত্ব থেকে সানন্দে অবসর গ্রহণ করবে।

আমার বিশ্বাস, পবিত্র কোর-আন শরীফ যদি সরল বাঙলা পদ্যে অনূদিত হয়, তাহ'লে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে

পারবেন—অনেক বালক-বালিকাও সমস্ত কোর-আন হয়ত মুখস্থ ক'রে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশী কৃতকার্য্য যে হয়েছি তা বলতে পারিনে—কেননা কোর-আন-পাকের একটী শব্দও এধার ওধার না করে তার ভাব অক্ষুন্ন রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মত দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কি না জানিনে। কেননা আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্বাধীন নয়।

মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-পাঠশালার ছেলে-মেয়েদের এবং স্বল্প-শিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই আমি অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। যদি আমার এই দিক দিয়ে এই প্রথম প্রচেষ্টাকে পাঠকবর্গ সাদরে গ্রহণ করেন—আমার সকল শ্রম সার্থক হ'ল মনে করব।

আমি এই অনুবাদে যে যে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি নীচে তার তালিকা দিলাম।--**Sale's Quran, Moulana Md. Ali's Quran, Tofsir-i-Hosainy, Tofsir-i Baizabi, Tofsir-i-Kabiri, Tofsir-i-Azizi, Tofsir-i-Mowlana Abdul Hoque Dahlavi, Tofsir-i-Jalalain, Etc.,** এবং মৌলানা আক্রাম খান ও মৌলানা রুহল আমীন সাহেবের আমপারা।

বহু ভাগ্যগুণে আমি বিখ্যাত মেসার্স করিম[illegible] ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মৌলানা আবদুর রহমান খান সাহেবের মত দারাজ দিল্ ও দারাজ-দস্ত্ মহানুভবের স্নেহ লাভ করেছি। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে, অর্থে ও সাহায্যে আমি "আমপারা-শরীফ" অনুবাদ করতে পেরেছি। উক্ত বীর সাধকের যোগ্য পুত্র দেশ-বিখ্যাত কর্ম্মী মৌলবী রেজাউর রহমান খান এম-এ. বি-এল (ডিপুটী প্রেসিডেণ্ট, বেঙ্গল কাউন্সিল) সাহেবও অযাচিত স্নেহ ও প্রীতি-গুণে আমায় সর্ব্ব-বিষয়ে সাহায্য ক'রে আমায় চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এদের ঋণ স্বীকার করবার মত ভাষা ও সাধ্য আমার নেই।

মৌলানা মোহাম্মদ মোমতাজ উদ্দিন ফখ্রোল-মোহাদ্দেসীন সাহেব, মৌলানা সৈয়দ আবদুর রশীদ (পাব্নবী) সাহেব, মিঃ ইসকান্দর

গজনবী বি-এ, সাহেব, মৌলবী কে, এম, হেলাল সাহেব ও আরো অনেক সাহেবান তাঁদের অমূল্য সময়ের ক্ষতি ক'রে অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে আমার এই অনুবাদে শুধু সাহায্য নয় সহযোগিতাও করেছেন, তাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে এ অনুবাদ হয়ত এতটা নির্ভুল হ'ত না। এঁদের সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করছি।

আমার সোদর প্রতিম সাহিত্যিক আবদুল মজিদ সহিত্য-রত্ন বি-এ, শুধু আমার প্রতি প্রীতি বশতঃ যেভাবে এর জন্য আয়াস স্বীকার করেছেন, তার জন্য তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি। ইনি না থাকলে এ অনুবাদ হয়ত পুস্তক আকারে আর বের হ'ত না। এর প্রুফ দেখা, আমায় তাকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ আবদুল মজিদ দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রে শেষ করেছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালা এঁদের সকলের সকল বিষয়ে মঙ্গল করুন ইহাই প্রার্থনা।

এ স্বত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ক্রটী থাকে, মেহেরবান পাঠকবর্গের কেউ আমায় জানালে পরের সংস্করণে সানন্দে ঋণ স্বীকার করে তার সংশোধন করবো। আরজ ইতি—

খাদেমুল ইসলাম—

নজরুল ইসলাম

খোলাসা

তাম্মাত

সুরা ফাতেহা

(শুরু করিলাম) ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথ-ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়োনা কভু!

সুরা—শ্লোক। ফাতেহা—উদ্‌ঘাটিকা।
যাবতীয় সুরার শানে নজুল ও আবশ্যকীয় হাওয়ালা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সুরা নাস

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বল, আমি তাঁরি কাছে মাগি গো শরণ
সকল মানবে যিনি করেন পালন।
কেবল তাঁহারি কাছে,—ত্রিভুবন মাঝ
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ।
কুমন্ত্রণাদানকারী "খান্নাস" শয়তান
মানব দানব হ'তে চাহি পরিত্রাণ।

নাস—মানুষ। খান্নাস—কুমন্ত্রণাদাতা।

সুরা ফলক্

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বল, আমি শরণ যাচি উষা-পতির,
হাত হতে তার—সৃষ্টিতে যা আছে ক্ষতির।
আঁধার-ঘন নিশীথ রাতের ভয় অপকার—
এ সব হ'তে অভয় শরণ যাচি তাঁহার।
যাদুর ফুঁয়ে শিথিল করে (কঠিন সাধন)
সংকল্পের বাঁধন, যাচি তার নিবারণ।
ঈর্ষাতুরের বিদ্বেষ যে ক্ষতি করে
শরণ যাচি, পানাহ্ মাগি তাহার তরে।

ফলক্—উষা, প্রাতঃকাল। পানাহ্—পরিত্রাণ।

সুরা ইখ্‌লাস

শুরু করিলাম পূত নামেতে আল্লার,
শেষ নাই সীমা নাই যাঁর করুণার।

বল, আল্লাহ্ এক! প্রভু ইচ্ছাময়,
নিষ্কাম নিরপেক্ষ, অন্য কেহ নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনন,
কাহারও ঔরস-জাত তিনি নন।
সমতুল তাঁর
নাই কেহ আর।

ইখ্‌লাস—বিশুদ্ধ।

সূরা লহব্

শুরু করিলাম নামে সেই আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপার পাথার।

ধ্বংস হোক্ আবুলাহাবের বাহুদ্বয়
হইবে বিধ্বস্ত তাহা হইবে নিশ্চয়।
করেছে অর্জ্জন ধন সম্পদ সে যাহা
কিছু নয়, কাজে তার লাগিবেনা তাহা।
শিখাময় অনলে সে পশিবে ত্বরায়
সাথে তার সে অনল-কুণ্ডে যাবে হায়
জায়া তার—অপবাদ—ইন্ধনবাহিনী,
তাহার গলায় দড়ি বহিবে আপনি।

লহব্—শিখাময় বহ্নি।

সুরা নসর্

শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
নাই আদি অন্ত যাঁর করুণা কৃপার।

আসিছে আল্লার শুভ সাহায্য বিজয়!
দেখিবে—আল্লার ধর্মে এ জগতময়
যত লোক দলে দলে করিছে প্রবেশ,
এবে নিজ পালক সে প্রভুর অশেষ
প্রচার হে প্রশংসা কৃতজ্ঞ অন্তরে,
কর ক্ষমা-প্রার্থনা তাঁহার গোচরে।
করেন গ্রহণ তিনি সবার অধিক
ক্ষমা আর অনুতাপ-যাচ্ঞা সঠিক।

নসর্—সাহায্য।

সুরা কাফেরুন

আরম্ভ করি লয়ে নাম আল্লার,
আকর যে সব দয়া কৃপা করুণার।

বল, হে বিধর্ম্মিগণ, তোমরা যাহার
পূজা কর,—আমি পূজা করিনা তাহার।
তোমরা পূজনা তাঁরে আমি পূজি যাঁরে,
তোমরা যাহারে পূজ—আমিও তাহারে
পূজিতে সম্মত নই। তোমরাও নহ
প্রস্তুত পূজিতে, যাঁরে পূজি অহরহ।
তোমাদের ধর্ম্ম যাহা তোমাদের তরে,
আমার যে ধর্ম্ম রবে আমারি উপরে।

কাফেরুন—বিধর্ম্মীসকল।

সূরা কাওসার

শুরু করিলাম পূত নামেতে খোদার,
কৃপা করুণার যিনি অসীম পাথার।

অনন্ত কল্যাণ তোমা' দিয়াছি নিশ্চয়,
অতএব তব প্রতিপালক যে হয়
নামাজ পড় ও দাও কোরবাণী তাঁরেই,
বিদ্বেষে তোমারে যে, অপুত্রক সে-ই।

কাওসার—বেহেশ্‌তের একটি নহরের নাম; অমৃত।

সুরা মাউন

শুরু করি নামে সেই পবিত্র আল্লার,
করুণা দয়ার যাঁর নাই শেষ পার।

তুমি কি দেখেছ, বলে ধর্ম্ম মিথ্যা যেই ?
পিতৃহীনে তাড়াইয়া দেয়, ব্যক্তি এই।
দরিদ্র কাঙালগণে অন্নদান তরে
এই লোক উৎসাহ দান নাহি করে।
যাবে ভণ্ড, তপস্বীরা বিনাশ হইয়া
ভ্রান্ত যারা নিজেদের নামাজ লইয়া ;
সৎকাজ করে যারা দেখাইতে লোক,
বাধা দেয় দান ধ্যানে, ধ্বংস তারা হোক !

মাউন—ঘটি, বাটী, দা, কুঠার প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু যাহা লোকে তাহাদের দরকারের সময় চাহিয়া লয় ; ইহাতে জকাতও বুঝায়।

(নয়)

সুরা কোরায়শ্

শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
রহীম ও রহমান যিনি দয়ার পাথার।

কি অদ্ভুত আচরণ কোরায়শগণের,
ব্যক্ত যাহা পর্য্যটনে শীত গ্রীষ্মের।
এখন উচিত, তা'রা সেই অনুরাগে
এই গৃহাধিপতির অর্চ্চনায় লাগে।
যিনি অন্ন দিয়েছেন তাদের ক্ষুধায়,
ভয়ে দিয়াছেন শান্তি—পূজুক তাহায়।

কোরায়শ্—আরবের একটী বিখ্যাত গোত্র। এই গোত্রেই হজরত জন্মগ্রহণ করেন।

সূরা ফীল

শুরু করিলাম শুভ নামে সে আল্লার,
করুণা নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

দেখ নাই, তব প্রভু কেমন (দুর্গতি)
করিলেন সেই গজ-বাহিনীর প্রতি?
(দেখ নাই, তব প্রভু) করেননি কিরে
বিফল তাদের সেই দুরভিসন্ধিরে?
পাঠালেন দলে দলে সেথা পক্ষী আর
করিতে লাগিল তারা প্রস্তর প্রহার
গজপতিদেরে। তিনি তাদেরে তখন
করিলেন ভক্ষিত সে তৃণের মতন।

ফীল—হস্তী।

সুরা হুমাজাত

শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার,
দয়া করুণার যিনি অসীম আধার।

নিন্দা ও ইঙ্গিতে নিন্দা করে যে—তাহার,
গ'ণে গ'ণে রাখে ধন, জমায় যে আর,
চিরজীবি হবে ধনে মনে যেই করে,
সর্ব্বনাশ (ইহাদের সকলের তরে),
নিশ্চয় নিক্ষিপ্ত হবে সে যে, "হোতামায়",
"হোতামা" কাহারে বলে জান কি তাহায় ?
(ইহা) আল্লার সেই লেলিহান শিখা,
হৃদপিণ্ড স্পর্শ করে যে (জ্বালা দাহিকা)।
রুদ্ধদ্বার সে অনল আবদ্ধ আবার
দীর্ঘ স্তম্ভে (আশা নাই মুক্তির তাহার)।

হুমাজাত—দুর্ণাম প্রচার করা, নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া।

সুরা আস্‌র্

শুরু করি শুভ নামে সেই আল্লার,
করুণা-আধার যিনি কৃপা-পারাবার।

অনন্ত কালের শপথ, সংশয় নাই,
ক্ষতির মাঝারে রাজে মানব সবাই।
(ত'ারা ছাড়া) ধর্ম্মে যারা বিশ্বাস সে রাখে,
আর যারা সৎকাজ ক'রে থাকে,
আর যারা উপদেশ দেয় সত্য তরে,
ধৈর্য্যে সে উদ্বুদ্ধ যারা করে পরস্পরে।

আস্‌র—কাল, যুগ।

সুরা তাকাসুর্

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
নাহি আদি নাহি অন্ত যাঁর করুণার।

অধিক লোভের বাসনা রেখেছে তোমাদেরে
মোহ-ঘোরে,
যাবত না দেখ তোমরা গোরস্থানের আঁধার গোরে।
না, না, না, তোমরা শীঘ্র জানিবে পুনরায় (কহি) ত্বরা
জ্ঞাত হবে; না, না, হ'তে যদি জ্ঞানী ধ্রুব সে
জ্ঞানেতে ভরা।
দোজখ-অগ্নি করিবে তোমরা নিশ্চয় দর্শন
দেখিবে তাহারে তারপর ল'য়ে বিশ্বাসীর নয়ন।
—নিশ্চয় তার পরে
হইবে জিজ্ঞাসিত আল্লার চিরসম্পদ তরে।

তাকাস্থর—প্রাচুর্য্যের গর্ব্ব করা।

সূরা ক্কারেয়াত

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-আকর যিনি দয়ার পাথার।

প্রলয়ান্তক সেই বিপদ
কোন্ সে বিপদ ধ্বংস ভয়?
কিসে সে তোমারে জানাল, সেই
বিপদ ভীষণ প্রলয়ময়?
বিক্ষিপ্ত পতঙ্গপ্রায়
সেদিন উড়িবে লোক সবায়,
বিধুনিত লোমবৎ সেদিন
পর্ব্বতরাজি উড়িবে বায়।
সেদিন সে পাবে সুখী জীবন
পাল্লা যাহার হবে ভারি,
পাল্লা হবে হাল্‌কা যার
(হবে) "হাভিয়া" দোজখ মাতা তারি।
হাভিয়া কি তুমি জান কি সে?
প্রজ্জলিত বহ্নি সে।

ক্কারেয়াত—ভীষণ বিপদ।

সুরা আ'দিয়াত

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
কৃপা করুণার যিনি অপার পাথার।

বিদ্যুৎ-গতি দীর্ঘশ্বসা
(বীর-বাহী উটের শপথ),
যাহার চরণ-আঘাতে উগারে
তপ্ত বহ্নি ফিন্‌কি বৎ।
প্রত্যুষে করে ধূলি উৎক্ষেপি' ,
(শত্রু-শিবির) আক্রমণ
অনন্তর সে (অরি) দলে পশে'
(এই হেন করে বিলুণ্ঠন)।
শপথ তাদের—নিঃসংশয়
অকৃতজ্ঞ মানবকুল
তাদের পালন কর্ত্তা প্রভুর
পরে, নিশ্চয়, (নহে সে ভুল !)
(ষোল)

তওয়াতুর

আর সে নিজেই সাক্ষী ইহার

কঠিন বিষয়াসক্তি তার,

সে কি তা জানে না, কবর হইতে

উঠানো হইবে সবে আবার ?

হৃদয়ে তাদের লুকানো যা-কিছু

প্রকাশ করাব সব সেদিন,

জানিবে তাদের (সকল গোপন)

কথা—"রাব্বুল আলামিন"।

আ'দিয়াত—উটের পায়ের শব্দ। রাব্বুল আলামিন—সর্ব্ব-জগতের প্রভু।
তওয়াতুর—ক্রমশঃ, কন্‌টিনিউয়েশন।

(সত্তর)

সুরা জিল্‌জাল্‌

শুরু করি লয়ে "পাক" নাম আল্লার,
করুণা নিধান যিনি কৃপার পাথার।

ঘোর কম্পনে ভূমণ্ডল প্রকম্পিত সে হবে যে দিন,
ধরা তার ভার বাহির করিয়া দিবে (সে দিন)।
"কি হইল এর" কহিবে লোকেরা,
সে দিন ব্যক্ত করিবে সে
নিজের যা কিছু খবর, তোমার
প্রভু সে খোদার নির্দ্দেশে।
প্রত্যাগত সে হইবে সে দিন
দলে দলে যত লোক সকল,
দেখানো হইবে কর্ম্ম সকল
তাদের (পাপ ও পুণ্য-ফল)।
এক রেণুবৎ যে পুণ্য
করিবে, তাহাও দেখিবে সে,
পাপ যে করেছে এক রেণুবৎ
দেখা দিবে তারে তাও এসে।

জিল্‌জাল্‌—ভূমিকম্প হওয়া।

সুরা বাইয়েনাহ্

শুরু করিলাম নামে পবিত্র আল্লার,
সীমা নাই যাঁর দয়া কৃপা করুণার।

"আহ্‌লে কেতাব" আর অংশীবাদীগণ
নিবৃত্ত হয়নি যারা বিশ্বাসে আপন।
ভিন্ন-মত হয় নাই তাহারা তাবৎ,
না এল তাদের কাছে প্রমাণ যাবৎ।
আল্লার রসুল যিনি, পবিত্র কোরাণ
উদ্‌গাতা, যাহাতে দৃঢ় সত্য অধিষ্ঠান
(ভিন্ন-মত হইল তাহারা তাঁর 'পরে);
"আহ্‌লে কেতাব" দল এইরূপ ক'রে,
যতদিন আসে নাই পরম প্রমাণ,
করে নাই দলাদলি, করেছে সম্মান।
তাদেরে কেবল মাত্র আজিকার মত
এই সে আদেশ দেওয়া আছিল সতত—
কর্ম্মেতে "হানিফ" হয়ে কেবল আল্লার
করুক তাহারা পূজা, উপাসনা আর।

তওয়াতুর

নামাজ পড়ুক, দিক্ জাকাত সে সাথে,
চির-দৃঢ় সত্য ধর্ম্ম ইহাই ধরাতে।
"আহ্লে কেতাব" আর "মুশ্রিক্" যারা
প্রত্যাখ্যান করিয়াছে সত্যধর্ম্ম তারা
দোজখ-আগুনে হবে হবে চিরস্থায়ী,
সৃষ্টির অধম তারা, সংশয় নাই।
সৃষ্টির বরেণ্য তারা নিশ্চয়ই, যারা
ইমান আনিয়া করে সৎকাজ তারা।
তাহাদের পুরস্কার দর্গায় আল্লার
বেহেশ্ত্-কানন আছে, তলদেশে যার
নহর-লহর বহে; তারা সেই লোকে
অনন্ত কালের তরে রবে নিরাশোকে।
প্রসন্ন তাদের প্রতি সদা বিশ্বপতি,
তাহারাও প্রীত তাই আল্লাহের প্রতি।
জীবন-প্রভুরে হেন ভয় যার মনে
এই পুরস্কার আছে তাদেরি কারণে।

বাইয়েনাত—নিশ্চিত প্রমাণ। আহ্লে কেতাব—গ্রন্থ-বিশ্বাসী; অর্থাৎ তওরাত, জবুর প্রভৃতি খোদার প্রেরিত গ্রন্থের যাহারা অনুপন্থী।

সুরা কদর্

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
আদি অন্তহীন যিনি দয়া করুণার।

করিয়াছি অবতীর্ণ কোরাণ পুণ্য "শবে কদরে"
জানবে কিসে শবে কদর কয় কারে? ধরা 'পরে
হাজার মাসের চেয়েও বেশী কদর এই যে নিশীথের,
এই সে রাতে ফেরেশতা আর জিবরাইল আলমের
কর্‌তে সরঞ্জাম্ সকলি নেমে আসে ধরণী,
উষার উদয় তক্ থাকে এই শান্ত পূত রজনী

কদর্—সম্মান। আলম—জগৎ। শবে কদর্—মহিমময়ী রজনী।

সুরা আলক

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা-সাগর যিনি দয়ার পাথার।

পাঠ কর নিজ প্রভুর নামে, স্রষ্টা যে জন,
করেছেন যিনি ঘন সে শোণিতে মানবে সৃজন।
পাঠ কর, তব বিধাতা মহিমা-মহান সেই,
দিয়াছেন সবে লেখনীর দ্বারা শিক্ষা যেই।
—সে জানিতনা যাহা,
মানুষেরে তিনি দেছেন শিক্ষা তাহা।
না, না, মানুষ সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়,
ধন-গৌরবে মত্ত যে ভাবে সে আপনায়
নিশ্চয় তব প্রভুর পানে যে ফিরিতে হবে!
দেখেছ কি তারে—আমার দাসেরে সে জন যবে
নিবারণ করে দাস মোর যবে নামাজ পড়ে?
দেখেছ, সে জন থাকিত যদিরে সুপথ ধরে!

তওয়াতুর

সে যদি অন্যে সংযমী হ'তে করিত আদেশ !
সত্যেরে যদি মিথ্যা বলে সে (শাস্তি অশেষ)।
(সত্য হইতে) মুখ সে ফিরায় ! সে জন তবে
জানেনাকি, খোদা দেখিতেছেন যে তার সে সবে ?
না, না, যদি নিবৃত্ত সে না হয়, শেষ
টানিয়া আনিব ধরিয়া তাহার ললাট-কেশ।
মিথ্যাবাদী সে মহা পাতকীর ললাট (ধরি')
(টানিব)। ডাকুক সভা সে তাহার পারিষদেরি।
আমিও আমার বীর সেবকেরে দিই খবর,
না, না, না, কথনো মানিওনা তাদের 'পর।
সেজদা কর,
হও ক্রমে মোর নিকট হইতে নিকটতর।

আলক্—রক্ত ও তাহার পরিবর্ত্তিত অবস্থা।

সূরা তীন

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা ও কৃপা যাঁর অনন্ত অপার।

শপথ "তীন", "জায়তুন", "সিনাই" পাহাড়
শপথ সে শান্তিপূর্ণ নগর মক্কার—
নিশ্চয় মানুষে আমি করেছি সৃজন
দিয়া যত কিছু শ্রেষ্ঠ মূরতি গঠন।
(যে জন সুবিধা এর লইল না তারে)
করিয়াছি নীচাদপি নীচ সে জনারে।
কিন্তু যে ইমান আনে, সৎকাজ করে,
অনন্ত সে পুরস্কার আছে তার তরে।
"সুবিচার পাবে সবে" বলিলে তোমায়
মিথ্যার আরোপ করে কে সে তবে হায়?
আল্লাহ্ কি নন
সব বিচারক চেয়ে শ্রেষ্ঠতম জন?

তীন—হজরত ঈসার জন্মভূমি বয়তুল মোকাদ্দসে তীন জায়তুনের গাছ খুব বেশী বলিয়া উঁহাকে এই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

সিনাই—এক পাহাড়ের নাম। এই পাহাড়ে হজরত মুসা তওরাত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন এবং খোদার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

সুরা ইনশেরাহ

শুরু করি লয়ে পাক নাম আল্লার,
করুণা কৃপার যিনি অসীম পাথার।

তোমার কারণ
করিনি কি আমি তব বক্ষ বিদারণ?
নামায়ে সে ভার (মুক্তি) দিইনি তোমারে?
ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ ছিলে তুমি যে বোঝার ভারে?
নাম কি তোমার
করিনি কি মহীয়ান মহিমা-বিথার?
সঙ্কটের সাথে আছে শুভ নিশ্চয়,
অতএব অবসর পাবে যে সময়—
উপাসনায় রত হবে সংকল্প লয়ে,
প্রভুর করিবে ধ্যান একমন হয়ে।

ইনশেরাহ্—বিদারণ, উন্মোচন।

সূরা দোহা

শুরু করি, লয়ে শুভ নাম আল্লার,
অনন্ত সাগর যিনি দয়া করুণার।

শপথ প্রথম দিবস-বেলার
শপথ রাতের তিমির-ঘন,
করেননি প্রভু বর্জ্জন তোমা',
করেননি দুশ্‌মনী কখনো।
পরকাল সে যে উত্তমতর .
ইহকাল আর দুনিয়া হ'তে,
অচিরাৎ তব প্রভু দানিবেন
(সম্পদ) খুশী হইবে যাতে।
পিতৃহীন সে তোমারে তিনি কি
করেননি পরে শরণ দান?
ভ্রান্ত-পথে তোমারে পাইয়া
তিনিই না তোমা' পথ দেখান?

তওয়াতুর

তিনি কি পাননি অভাবী তোমারে
অভাব সব করেন মোচন ?
করিয়োনা তাই পিতৃহীনের
উপরে কখনো উৎপীড়ন।
যে জন প্রার্থী তাহারে—দেখিও
ক'রোনা তিরস্কার কভু,
ব্যক্ত করহ নিয়ামত যাহা
দিলেন তোমারে তব প্রভু।

দোহা—দিবসের প্রথম প্রহর।

সুরা লায়ল্

শুরু করি, শুভ নাম লয়ে আল্লার,
দয়া করুণার যিনি মহা পারাবার।

শপথ রাতের আবৃত যখন করে সে অন্ধকারে
দিনের শপথ প্রোজ্জল যাহা করে দেয় জ্যোতিঃ ধারে,
নর ও নারীর শপথ—যাদের তিনি সে স্রষ্টা প্রভু,
তোমাদের যত কর্ম্ম ফল একমত নহে কভু।
যারা দাতা সংযমী, সত্যধর্ম্মে সত্য বলিয়া লয়,
সহজ করিয়া দিব কল্যাণে তাহাদেরে নিশ্চয়।
কিন্তু যাহারা কৃপণ, নিজেরে ভাবে অতি বড় যারা,
বলে সত্যধর্ম্মে মিথ্যা, শীঘ্র দেখিতে পাইবে তারা,
সহজ করিয়া দিয়াছি তাদের দোজখের পথ, আর
রক্ষা করিতে পারিবে না তারে তার ধন-সম্ভার।
তখন ধ্বংস হইবে সে। জেনো সুপথ প্রদর্শন
কর্ত্তব্য সে আমার। একাল পরকাল সবখন

তওয়াতুর

কেবল আমারি এখ্‌তিয়ারে সে। করি তাই সাবধান,
প্রজ্জ্বলিত সে অনল হইতে জ্বল জ্বল লেলিহান।
হতভাগা সেই জন সত্য হ'তে যে মুখ ফিরায়,
সে ছাড়া সেই যে অগ্নিকুণ্ডে পশিবে না কেহ হায়।
সে অনল হ'তে রক্ষা পাইবে সেই সংযমী জন
শুদ্ধ হবার মানসে যেই জন করে ধন বিতরণ।
কাহারও দয়ার প্রতিদানরূপে করে না সে ধন দান,
তাহার মহিমময় সে প্রভুরে তুষিতে যত্নবান।

লায়্‌ল্‌—রাত্রি।

(ঊনত্রিশ)

[২৫]

সুরা শাম্‌স

শুরু করি লয়ে নাম মহান আল্লার,
যিনি সব দয়া-কৃপা-করুণা আধার।

শপথ রবি ও রবি-কিরণের
যখন চন্দ্র চলে সে পিছনে তার,
দিবস যখন করে সপ্রকাশ
রবিরে, রজনী অন্ধকার,
যখন ছাইয়া ফেলে সে রবিরে;
নভঃ-নির্ম্মাণ-কারী তাহার;
এই সে পৃথিবী স-বিস্তার;
আত্মা, সুচারু গঠন তার।
সেই আত্মার সৎ ও অসতের
দিয়াছি দিব্য জ্ঞান,
এই সকলের শপথ ইহারা
সকলে করিছে সাক্ষ্য দান—

তওয়াতুর

আত্মশুদ্ধি হইল যার,

নিশ্চয় সার্থক জীবন,

আত্মায় কলুষিত করিল যে

চির বঞ্চিত হল সে জন।

সত্যেরে বলিল মিথ্যা

"সামুদ" জাতি সে গর্ব্বভরে

অগ্রসর হ'লো হতভাগেরা

(রসুলেরে নাহি গ্রহণ করে)।

কহিলেন রসুল খোদার প্রেরিত

—সলিল করিতে পান

ওই আল্লার উটেরে

দিওনাকো বাধা ব'ধোনা প্রাণ।

বলিল নবীরে মিথ্যাবাদী

তথাপি তাহারা বধিল উটেরে

তওয়াত্তুর

তাহাদের তাই পাপের ফলে
বিধ্বস্ত করিল আল্লা তাদেরে।
ধুলিসাৎ ক'রে ফেলিলেন খোদা
তাদেরে; এই সে ধ্বংস-লীলার
পরিণাম ফলে বে-পরোয়া তিনি
(কোন ভয় কভু নাই তাঁর)।

সুরা বালাদ্

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
যিনি দয়াশীল আর কৃপার আধার।

শপথ করি এই নগরের
যেহেতু বিরাজ করিছ হেথায়
শপথ পিতার আর তাহাদের সন্তানের
(অধিবাসী এই নগর মক্কায়)।
মানুষে করেছি সৃষ্টি যে আমি
নিশ্চয় দুঃখ ক্লেশের মাঝ,
সে কি ভাবে, তার পরে প্রভুত্ব
করিতে কেহই নাহি সে আজ?
"উড়ায়ে দিয়াছি রাশি রাশি টাকা
আমি"—সে বলে বিনাশিতে তোমারে.
সে কি (এই শুধু) মনে করে
কেহ দেখিতেছে না তাহারে?

তওয়াতুর

আমি কি তাহার মঙ্গল লাগি'

দিইনি তাহারে যুগল নয়ন ?

জিহ্বা ওষ্ঠ দিইনি ? দেখায়ে

দিইনি উভয় পথ সে কারণ ?

কিন্তু প্রবেশ করিল না ত সে

দুর্গম পথে উপত্যকার,

উপত্যকার দুর্গম সেই

পথ—জান তুমি সন্ধান তার ?

সে পথ—দাসেরে মুক্তিদান

ও অন্নদান সে ক্ষুধার্ত্তেরে

আশ্রয় দান ধূলি-লুণ্ঠিত

কাঙালে, "এতিম্" আত্মীয়েরে।

এমনি ক'রে সে হয় একজন

তাদের মতই, ইমান যারা

তওয়াতুর

আনে আর দেয় উপদেশ
সব বিপদে (মহৎ তারা)।
উপদেশ দেয় পরস্পরে সে
দয়াশীল হ'তে, তারাই হবে
দক্ষিণকর অধিকারী। আর
এ আয়াতে অবিশ্বাস করে গো যারা—হবে
বামহস্তের অধিকারী তারা, তাদের তরে
আছে নিবন্ধ হুতাশনের বরাদ্দ রে।

বালাদ্—নগর।

সুরা ফজর

শুরু করি লয়ে পাক নাম আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

উষার শপথ! দশ সে রাতের শপথ করি,
যোড়-বিযোড় সে দিনের শপথ! সে বিভাবরী,
যবে অবসান হ'তে থাকে করি তার শপথ
জ্ঞানীদের তরে যথেষ্ট শপথ—এই ত।
ভীমবাহু ঐ ইরামীয় "আদ"দের 'পরে,
করেছেন কিবা প্রভু তব দেখনি কি ওরে?
হয়নি সৃজিত নগর সমূহে তাদের প্রায়
আর সে "সামুদ" জাতি যে পাথর কাটিয়া
সে উপত্যকায়—
বসাইয়াছিল নগর বসতি, আর বহু কীলকধারী;
ফেরাউন সাথে বিনাশ সাধিলাম কেন
আমি তাহারি?

তওয়াতুর

নগরে নগরে করেছিল ঔদ্ধত্য—আর
বহু অনাচার এনেছিল তথায় আবার।
শাস্তি দণ্ড তোমাদের প্রভু
তাদের উপরে দিলেন তাই,
নিশ্চয় তব প্রভু দেখে সব,
থাকেন সময় প্রতীক্ষায়।
মানবে যখন দিয়ে সম্পদ
সম্মান, করে পরীক্ষা প্রভু,
"আমার প্রভুই দিলেন এ সব
সম্মান"—বলে অবোধ তবু!
আবার তাহারে পরীক্ষা যবে
করেন জীবিকা হ্রাস ক'রে,
সে বলে "আমার প্রভুই এ হেন
অপমানিত গো করিল মোরে!'

তওয়াতুর

নহে, নহে, তাহা কখনই নহে,
এ সবের তরে তোমরা দায়ী,
এতিমে তোমরা গ্রাহ্য করনা
কাঙালে খাদ্য দিতে উৎসাহ নাহি।
অন্নমুষ্টি তারে নাহি দাও,
অত বেশী কর অর্থের মায়া
পিতৃ-সম্পদ বিনা বিচারে সে
যাও যে তোমরা ভোগ করিয়া।
জান না কি, যবে ভীষণ রবে
এ-ধরিত্রী বিচূর্ণিত হবে
দলে দলে ফেরেশতাগণ
তখন হাজির হ'বে সবে।
আর আসিবেন সে-দিন
তব মহান প্রভু সেথায়,

তওয়াতুর

দোজখ সেদিন হইবে আনীত,
সেদিন মানুষ স্মরিবে হায়!
কিন্তু সেদিন স্মরণে কি হবে?
হায়, হায় করি কাঁদিবে সব,
"পূর্ব্বে যদি এ জীবনের তরে
প্রেরিতাম পুণ্যের বিভব!"
অন্য কেহ সে পারিবে না দিতে
তেমন শাস্তি সেদিন,
অন্য কেহই তখন বাধা দিতে
পারিবে না সেই যে দিন।
শান্তি-প্রাপ্ত মানব-আত্মা!
ফিরে এস নিজ প্রভু পানে।
তুমি তাঁর প্রতি প্রীত যেমন
তিনি তব প্রতি প্রীত তেমন।

তওয়াতুর

অনুগত মোর দাস যারা
এস সেই দলে,
বেহেশতে মোর করিবে প্রবেশ
অবহেলে।

ফজর—উষা।

সূরা গাশিয়া

শুরু করি শুভ নাম লয়ে আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

—আসিয়াছে নিকটে তোমার
বৃত্তান্ত কি আচ্ছন্নকারী ঘটনার?
বহু সে আনন হবে নত জ্যোতিহীন;
শ্রান্ত কর্ম্ম-পরিক্লান্ত তাহারা সে দিন—
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া
ফুটন্ত উৎসের জল যাইবে পিইয়া।
বিষ কণ্টক শুধু পাইবে আহার,
করিবে না পুষ্ট দেহ, নিবৃত্তি ক্ষুধার।
খুশীতে হইবে বহু মুখ উজ্জ্বল,
হরষে লইবে তারা নিজ পুণ্য-ফল।

তওয়াজুর

মহিমা-সুন্দর পাবে তাহারা বাগান,
শোনে না কেহই সেথা মিথ্যার ব্যাখ্যান
সেথা চির বহমান উৎস সমুদয়,
সমুন্নত সিংহাসন সেইখানে রয়।
রাখা আছে পান-পাত্র, শত উপাধান,
বিছানো মখমল শয্যা (আরাম-শয়ান)।
দেখে নাকি উট সব চেয়ে তারা সবে?
কিরূপে তাদের সৃষ্টি হইল, না ভাবে?
দেখে না বিনা স্তম্ভে আকাশ কেমনে
উচ্চে হয়েছে রাখা? পর্ব্বতগণে
দেখে না কেমনে হ'ল তাদের স্থাপন?
বিস্তারিত হ'ল এ-ধরা সে কেমন?
তুমি উপদেষ্টা শুধু, উপদেশ দাও
তুমিত প্রহরী নহ, (পথ সে দেখাও)

তওয়াতুর

মানিবে না আদেশ যে, ফিরাইবে মুখ,
দিবেন আল্লাহ্ তারে কঠোর সে দুঃখ।
নিশ্চয় ফিরিতে হবে তারে মোর পাশে,
হিসাব নিকাশ হবে আমারি সকাশে।

ঘাশিয়া—আচ্ছন্নকারী, (প্রলয় ঘটনা)

সুরা আ'লা

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি দয়ার পাথার।

মহত্তম যা নাম প্রভুর,
বর্ণনা কর পবিত্রতা তার,
সৃজন করিয়া যিনি পূর্ণতা
দানিয়াছেন তায় আবার।
উচিত ধর্ম্মে নিয়ন্ত্রণ
করিয়া তিনিই দেখান পথ,
সৃজিয়া তৃণাদি তারে আবার
করেন কৃষ্ণ ভস্মবৎ।
আমি তোমা' পড়াইব কোরাণ,
বিস্মৃত তাই হবেনা আর,
তবে আল্লাহ্ জানেন সব
প্রকাশ গোপন সব ব্যাপার।

তওয়াতুর

তোমার তরে সে কল্যাণের
পথেরে সহজ দিব ক'রে,
অতএব উপদেশ বিলাও
যদি সে সুফল হয়, ওরে !
উপদেশ তব লবে ত্বরায়
সেই জন আছে যাহার ভয়,
অতিশয় হত-ভাগ্য যে
তাহা হ'তে দূরে সরিয়া রয়
দোজখের মহা অনল মাঝ
করিবে প্রবেশ সেই সে জন
বাঁচিবেও না সে (শাস্তিতে)
হবেনা সেথায় তার মরণ
সেই জন হয় সফলকাম
অন্তঃকরণ পবিত্র যার,

ওওয়াতুর

নামাজ পড়ে যে, করি স্মরণ
নাম সে দয়াল প্রভুর তার।
পছন্দ সে করিল হায়
পার্থিব এই জীবনকেই
উত্তম আর অবিনাশী
জীবন যা পাবে পরকালেই।
নিশ্চয় পূর্ব্বের সকল
কেতাবেই আছে তা বিদ্যমান,
বিশেষ করিয়া ইবরাহিম,
মুসার কেতাব তার প্রমাণ

আ'লা—মহত্তম।

সুরা তারেক

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-সাগর যিনি দয়ার পাথার।

শপথ "তারেক" ও আকাশের
সে "তারেক" কি তা জান কিসে?
নক্ষত্র সে জ্যোতিষ্মান
(নিশীথে আগত অতিথি সে)।
এমন কোন সে নাহি মানব
রক্ষক নাই উপর যার,
অতএব দেখা উচিত তার
কোন্ বস্তুতে সৃষ্টি তার।
বেগে বাহিরায় উছল জল-
বিন্দু তাতেই সৃজন তার
পিঠ ও বুকের মধ্য দেশ
সেই যে জল স্থান যাহার

তওয়াতুর

সক্ষম তিনি নিশ্চয়ই
করিতে পুনর্জ্জীবন দান,
অভিব্যক্ত হবে সবার
গুপ্ত বিষয় হবে প্রমাণ,
রবেনা শক্তি সহায় আর
সেদিন তাহার কোন কিছুই,
শপথ নীরদ-ঘন নভের
শপথ বিদায়শীল এ-ভুঁই।
ইহাই চরম বাক্য ঠিক,
নিরর্থক এ নহে সে দেখ,
মতলব করে তাহারা এক
মতলব করি আমি ও এক
অবসর তুমি দাওহে তাই
বিধর্ম্মীদের ক্ষণতরে
দাও অবকাশ তাহাদেরে।

তারেক—নৈশ আগন্তুক।

সূরা বুরুজ

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা কৃপার যিনি অসীম পাথার।

গ্রহ-উপগ্রহভরা শপথ আকাশের,
আর শপথ প্রতিশ্রুত রোজ হাশরের।
শপথ উপস্থিত, উপস্থাপিত সবার,
ধ্বংস হ'ল সে অধিকারিগণ পরিখার।
কাষ্ঠপূর্ণ অগ্নিকুণ্ড-অধিকারিগণ
ব'সেছিল তদুপরি তাহারা যখন।
আল্লায়-বিশ্বাসিগণে ধরিয়া তথায়
ফেলিয়া দেখিতেছিল নিজেরাই হায়!
সাজা দিতেছিল শুধু অপরাধে :এই
বিশ্বাসিগণের প্রতি; বিশ্বাসিরা যেই

তওয়াতুর

ইমান আনিয়াছিল আল্লাহ্‌র প্রতি
অনন্ত প্রতাপ যিনি মহীয়ান অতি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রাজত্বের অধিপতি যিনি,
জ্ঞাত এ-সবের তত্ত্ব একমাত্র তিনি।
ইমানদার সে নর-নারীরে যাহারা
দেয় যন্ত্রণা, তৌবা নাহি করে তাহারা
ইহারই জন্য যাবে দোজখে নিশ্চয়,
অনল দাহন জ্বালা যেথা শুধু রয়।
অবশ্য যাহারা সৎ 'নেক্‌' কাজ করে,
আনে সে ইমান; আছে তাহাদের তরে,
এমন বাগান, যার নিম্নদেশ দিয়া
পুণ্য-তোয়া নদী সব চলিছে বহিয়া।
শ্রেষ্ঠ সফলতা এই নিশ্চয় তোমার
প্রভু প্রতাপান্বিত বিপুল বিথার।

তওয়াস্থুর

প্রথমে সৃজিয়া যিনি গড়েন আবার
তিনি মহা প্রেমময় ক্ষমাবান, আর
জগৎ-সাম্রাজ্য-সিংহাসনের পতি,
ইচ্ছাময় প্রভু তিনি গরীয়ান অতি।
ফেরাউন সামুদের সেনা—সম্বার
তাদের বৃত্তান্ত শোনা আছে কি তোমার ?
জান কি কেমনে হ'ল তারা ছারখার ?
যে জন অমান্য করে আদেশ আমার
সত্যেরে অসত্য বলা কাজ যে তাহার।
অথচ আল্লাহ্‌তালা ঘিরিয়া তাহায়
পরিব্যাপ্ত র'য়েছেন চারিদিকে হায়।
মহিমান্বিত মহা কোর-আন এই
লিখিত সুরক্ষিত পাক "লওহে"ই।

বুরুজ—গ্রহ বা রাশিচক্র।

(একান্ন)

সুরা ইন্‌শিকাক

শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই পার।

(রোজ কিয়ামতে) যবে ফাটিবে আকাশ,
হবে সে প্রভুর নিজ আজ্ঞাবহ দাস,—
এই উপযোগী ক'রে গড়েছি তাহায়;
লাগিবে সে আকর্ষণ যখন ধরায়;
যাহা কিছু আছে তার মধ্যে, ফেলি তায়
হইয়া যাইবে শূন্য-গর্ভ সে হায়;
মানিবে পৃথিবী আজ্ঞা তাহার খোদার,
এরি উপযোগী ক'রে সৃজন যে তার।
তোমার খোদার পানে চলিতে, মানব!
তোমারে করিতে হবে চেষ্টা অসম্ভব।

ওওয়াত্তুর

তবে সে করিবে লাভ মিলন তাঁহার !—
মিলিবে "আমল-নামা" ডা'ন হাতে যার,
সহজে দিবে সে তার হিসাব নিকাশ,
হরষে ফিরিবে নিজ পরিজন পাশ।
যে পাবে আমল-নামা পশ্চাৎ পানে,
"সর্ব্বনাশ" বলিয়া সে কাঁদিবে সেখানে।
পশিবে সে অগ্নিকুণ্ডে।—আত্মীয় স্বজনে
বেষ্টিত ছিল সে যবে হরষিত মনে,
ধরিয়া লইয়াছিল মনে সে তাহার
ফিরিতে কখনো তারে হইবেনা আর।
—তারে সর্ব্বদা
দেখিতেছিলেন, নিশ্চয়, তার যে খোদা
সান্ধ্য-গগনের ঐ গোধুলি-রাগের
শপথ করি আর যে তিমির রাতের,

তওয়াত্তুর

যামিনী সংগ্রহ করে যত কিছু তার,
আর শপথ করি আমি পূর্ণ-চন্দ্রমার ;—
নিশ্চয় তোমরা পৌঁছিবে পরে পরে
এক স্তর হ'তে পুনরায় অন্য স্তরে।
(অতএব) তাহাদের কি হয়েছে ? তারা
বিশ্বাস করেনা এ বিশ্বাস-হারা !
কোরাণ তাদের কাছে যবে পাঠ হয়,
(কেন) তাহারা সেজদা নাহি করে
সে সময় !
অমান্য করে যারা তারাই আবার
সত্যে সে আরোপ করে তারাই মিথ্যার।
তাহারা পোষণ করে মনে যাহা যত,
আল্লাহ্ বিশেষরূপে তাহা অবগত।
—কঠোর দণ্ডের

তওয়াতুর

অতএব দিয়ে রাখ সংবাদ তাদের।

(তবে) যাহারা ইমান আনে, নেক কাজ করে,

অন্তহীন পুরস্কার তাহাদের তরে।

ইন্‌শেকাক—বিদারণ, ফাটিয়া যাওয়া।

সুরা তাৎফিফ

শুরু করি লয়ে পূত নাম বিধাতার,
করুণা ও দয়া যাঁর অনাদি অপার।

সর্ব্বনাশ তাহাদের, হ্রাস-কারী যারা,
যখন লোকের কাছে মেপে লয় তারা,
তখন পূর্ণ করে চায় মেপে নিতে
তাদেরে ওজন করে হয় যবে দিতে,
তখন কম সে করে মাপে ও ওজনে!
উঠিতে হইবে পুনঃ, করেনা তা মনে।
উঠিবে মানব পুনঃ মহান সে দিন,
বিশ্ব-পালকের কাছে দাঁড়াবে যেদিন।
পাপিষ্ঠ লোকের সে কার্য্য সমুদয়
নিশ্চয় "সিজ্জিনে" থাকে, কভু মিথ্যা নয়।

তত্তয়াফুফ

জান কি, সে "সিজ্জিন" কি ?
লিখিত কেতাব,
(লেখা রবে যাতে তার পাপের হিসাব)।
—সর্ব্বনাশ হবে
তাদের—সত্যেরে বলে মিথ্যা যারা সবে।
কর্ম্মফল প্রাপ্তির এদিন হাশরের—
বলে মিথ্যা—সর্ব্বনাশ হবে তাহাদের।
আদেশ লঙ্ঘনকারী পাতকী ব্যতীত
আর কেহ বলেনা—এ সত্যের অতীত।
তার কাছে পাঠ হলে আমার এ বাণী,
সে বলে এ "পূর্ব্বতন লোকের কাহিনী"।
—কখনই নহে, তাহা নহে
অভ্যস্ত তাদের নিজ কাজগুলি রহে,
জমেছে মরিচারূপে তাহাদের মনে।

(সাতান্ন)

তৎফীফ

সেদিন তাহারা নিজ খোদার সদনে,
পারিবেনা যেতে নিশ্চয়! তার পর
প্রবেশ করিবে তারা দোজখ ভিতর।
সেই কর্ম্মের ফল জেনো ইহা সেই,
তোমরা মিথ্যা সদা বলিতে এ'রেই।
কখনই মিথ্যা নহে, রহিবে নিশ্চয়,
লেখা "ইল্লিয়নে" সব কার্য্য সমুদয়
যত সৎলোকের সে। জান "ইল্লিয়ন"
কারে কয়? লিখিত সে কেতাব রতন।
প্রত্যক্ষ কেবল তারা করিবে দর্শন
আল্লার নিকটে যাবে যে মানবগণ।
সুপ্রচুর সুখে রবে, পুণ্য-আত্মাগণ,
সুউচ্চ তখ্‌তে রহি' করিবে দর্শন।
—সে সুখ-পুলকে

তওয়াতুর

দেখিতে পাইবে তারা নিজ মুখে চোখে।
—শিলমোহর করা
তাহারা করিবে পান সুপবিত্র সুরা।
কস্তুরীর সে মোহর। কামনা কারুর
থাকে যদি—করুক কামনা এ দারুর।
"তস্‌নীম" সুধা মেশা হয় সে সুরায়,
"তস্‌নীম" সে প্রস্রবণ-উৎস, যাহার
আল্লার নিকট যারা, করে তারা পান।
অবিশ্বাসী সবার প্রতি বিদ্রূপ-বাণ
হানিত যে অপরাধীগণ নিশ্চয়,
আঁখি ঠারে ইঙ্গিত তারা যে সময়
করিত পরস্পরে বিশ্বাসীরে দেখে
তাহাদের পাশ দিয়া যাইলে তাহাকে।
স্বজনের কাছে সব ফিরে গিয়ে পুনঃ

তওয়াতুর

করিত বিদ্রূপ ব্যঙ্গ ইহারা তখনো।
দেখায়ে (বিশ্বাসীগণ) বলিত "ইহারা
নিশ্চয়, নিশ্চয়ই, সবে পথহারা!"
বিশ্বাসীদের পরে অথচ বেশক
প্রেরিত হয়নি এরা হইয়া রক্ষক।
ইমান এনেছে যারা, তারা আজিকে
উপহাস করিবে বিধর্ম্মী দেখে।
উঁচু সে তখ্‌তে বসি' কয়িবে দর্শন,
কর্ম্মফল পেল আজ বিধর্ম্মীগণ॥

তাৎফিফ্‌—পরিমাণ হ্রাস করণ।

সূরা ইনফিতার

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-পাথার যিনি দয়া পারা বার।

আসমান সবে বিদীর্ণ হ'বে
খসিয়া পড়িবে তারকা সব
সমাধি-পুঞ্জ হবে উন্মুক্ত
উচ্ছ্বসিত হবে অর্ণব,
তখন জানিবে প্রত্যেক লোকে
জীবনে করেছে কি সঞ্চয়,
রাখিয়া এসেছে পশ্চাতে কিবা!
হে মানব! তবে সে কৃপাময়
প্রভু হ'তে রাখে বঞ্চিত ক'রে
তোমার কিসে? যে প্রভু তোমার

তওয়াতুর

স্বজিয়া তা'পর সাজাল কেমন
কৌশলে যেথা যাহা মানায়।
যুক্ত তোমায় করেছেন তিনি
যে আকারে তাঁর ইচ্ছা হয়,
মিথ্যা বল যে কর্ম্মফলেরে
নহে নহে তাহা কখনো নয়।
নিয়োজিত আছে রক্ষীবৃন্দ
নিশ্চয় তোমাদিগের 'পর,
যাহা কিছু কর, মহান হিসাব-
লেখকদের তা হয় গোচর।
র'বে নিশ্চয় পরমাহ্লাদে
পুণ্যবান সৎকর্ম্মীরা,
নিশ্চয় যাবে দোজখে সে যত
দুঃশীল কু-ব্যক্তিরা।

তওয়াতুর

করিবে প্রবেশ রোজ কিয়ামতে
সে দোজখে তারা। পশি' সেথা
লুকাতে পলাতে পারিবেনা আর,
তাহা কি জানাল তোমা' কে-তা' ?
জিজ্ঞাসা করি আবার তোমারে
কিয়ামত কি তা জান কি সে ?
ইহা সেই শেষ-বিচার দিবস,
যে দিন মানব মানবী সে
কেহই কারুর উপকারে কোন
আসিবেনা, হবে নিঃসহায়,
একমাত্র সে আল্লাতালার
হুকুম সেদিন রবে সেথায়।

ইন্‌ফিতার—বিস্ফোরণ, বিদারণ।

সুরা তকভীর

শুরু করিলাম শুভ নামেতে খোদার,
করুণা-আকর যিনি দয়ার আধার!

সঙ্কুচিত হয়ে যবে সূর্য্য যাবে জড়ায়ে
তারকা সব পড়বে যখন ইতস্ততঃ ছড়ায়ে,
পর্ব্বত সব সঞ্চারিয়া ফিরবে যখন (ধূলির প্রায়),
পূর্ণ-গর্ভা উটগুলিরে দেখ্‌বেনা কেউ উপেক্ষায়,
বেরিয়ে আস্‌বে বুনো যত জানোয়ারেরা বেঁধে দল,
হবে প্লাবন-উদ্বেলিত যখন সকল সাগর জল।
আত্মা হবে যুক্ত দেহে। জ্যান্ত পোঁতা কন্যাদের
পুছ্‌ব যখন কোন্ দোষে বধ করছে পিতা তোদের?
যখন খোলা হবে সবার আমল-নামা; সেই সে দিন
জ্বলবে দোজখ ধূধূ, হবে আকাশ আবরণ-বিহীন,

তওয়াহুর

জানবে সে দিন প্রতি মানব, সাথে সে কি আনল তার!
শপথ করি ঐ চলমান আর স্থিতিশীল তারকার,
রাত্রি যখন পোহায় এবং উষা যখন ছায় সে দিক,
শপথ তাদের, মহিমময় রসুলের এ বাণী ঠিক।
আরশ-অধিপতির কাছে প্রতিষ্ঠা তাঁর, সেই রসুল
বিশ্বস্ত, সম্মানার্হ, শক্তিধর, ধরায় অতুল।
পাগল নহে তোমাদের এই সহচারী সাক্ষ্য দিই,
মুক্ত দিগন্তরে জিব্রাইল দেখেছেন সে তিনি'ই।
অদেখা যা দেখেন ইনি ব্যক্ত করেন তখন তাই,
বিতাড়িত শয়তানের এ উক্তি নহে (কহেন খোদাই)।
তোমরা যাবে অতঃপর কোন্ সে দিকে? বাণীতে
—যাহা কই,
বিশ্ব-নিখিল-শুভ তরে নয়ত এ উপদেশ বই!

তওয়াতুর

এই উপদেশ তাহার তরে, তোমাদিগের মাঝ হ'তে
চলিতে যে চাহে আমার সুদৃঢ় সরল পথে।
নিখিল-বিশ্ব অধিরাজের ইচ্ছা না হয় যতক্ষণ,
তোমরা ইচ্ছা করতে নাহি পারবে জানি ততক্ষণ।

তাক্‌ভীর—আবরণ।

(ছেষট্টি)

সুরা আবাসা

শুরু করি লয়ে শুভ নাম
দয়া করুণা যার নাই নাই পার।

(মোহাম্মদ) ভ্রূ-ভঙ্গী করি' ফিরাইল মুখ
যেহেতু আসিল এক অন্ধ আগন্তুক
তাঁহার নিকট। তুমি জান (মোহাম্মদ) ?
হয়ত বা লভিবে সে শুদ্ধির সম্পদ
কিম্বা তব উপদেশ মত সে চলিবে,
তাহাতে তাহার তরে সুফল ফলিবে।
মানেনা যে তব কথা বে-পরোয়া হ'য়ে,
বুঝাইতে কত যত্ন তব, তারে লয়ে!
অথচ সে শুদ্ধাচারী না হইলে পর
তোমার দায়িত্ব নাই প্রভুর গোচর।

তওয়াবুক

কিন্তু তব পাশে ছুটে আসে যেইজন
আল্লার সে ভয়-ও রাখে, তার থেকে মন
সরাইয়া লও তুমি! উচিত এ নয়,
আল্লার এ উপদেশ, জানিও নিশ্চয়;
কাজেই যাহার ইচ্ছা, করুক উহার
আলোচনা। (সেই উপদেশ সম্ভার)
মহিম-মহান পত্রাবলীতে (লিখিত),
উন্নত পূত লেখক হস্তে (সুরক্ষিত)।
(আর সে লেখকগণ) সৎ ও মহান।
সর্ব্বনাশ মানুষের! সে কৃতঘ্ন-প্রাণ
অতি ঘোর! (হায়) তারে কোন বস্তু হ'তে
সৃজন করিয়াছেন তিনি? শুক্র হ'তে!
—তারে সৃষ্টি ক'রে
যথাযথ ভাবে তারে সাজান, তা' পরে,

শুওয়্যাতুর

সহজ করেন তার জন্য পথ তার,
পরে মৃত্যু ঘটাইয়া সমাধি মাঝার
লন তারে। পুনরায় ইচ্ছা সে যখন,
বাঁচাইয়া তুলিবেন তাহারে তখন।
না, না তিনি করেছেন যে আদেশ তারে
সমাধা সে করিল না তাহা (একেবারে)।
করুক মানুষ এবার দৃষ্টি-পাত
তাহার খাদ্যের পানে, কত বৃষ্টিপাত
করিয়াছি (তার তরে) ; মাটীরে তা' পরে
বিদীর্ণ করিয়াছি কত ভাল ক'রে।
অনন্তর জন্মায়েছি ফসল প্রচুর,
আঙ্গুর শাক-সব্জি, জায়তুন, খেজুর,
গহন কানন-রাজি, তৃণাদি ও ফল ;
তোমাদের, তোমাদের পশুর মঙ্গল

সাধিতে। আসিবে যবে সে বিপদ-দিন,
(ভীষণ নিনাদে) লোক পালাবে সে দিন
নিজ ভ্রাতা, নিজ পিতা মাতা হ'তে,
সঙ্গিনী ও পুত্রগণে (ফেলে রেখে পথে)।
সে দিন এমনই হবে অবস্থা লোকের,
ভাবিতে সে পারিবে না কথা অন্যের।
সে দিন উজ্জ্বল হবে কত সে আনন,
হাসি রাশিভরা আর পূর্ণ-হরষণ;
আবার কত সে মুখ ধুসর ধূলায়
(হইবে হায়রে) আচ্ছাদিত কালিমায়!
—ইহারা তাহারা,
অমান্যকারী আর ভ্রষ্টাচারী যারা।

আবাস—ভ্রূ-ভঙ্গী করণ।

সুরা নাজেয়াত

শুরু করি লয়ে পূত নাম সে খোদার
যিনি চির-দয়াময় করুণা আধাব।

তাদের শপথ পূর্ণ-বেগে টানে যারা (ধনুর্গুণ)
তাদের শপথ ছুটে (যে শর) তীব্র সে গতি-নিপুণ।
তাদের শপথ পূর্ণ-বেগে যারা সন্তরণ-কারী,
দ্রুতবেগে অগ্রগামী (অশ্ব যে) প্রমাণ তারি।
করে যারা সব বিষয়ের ব্যবস্থা তাদের প্রমাণ।
কম্পনের সে পরে যেদিন ধরা হবে কম্পমান,
কত সে অন্তরাত্মা সেদিন হবে ঘন-স্পন্দিত,
দৃষ্টিগুলি তাদের সেদিন হবে অবনমিত।
বলছে তারা (ব্যঙ্গসুরে) "আমরা কিগো পুনর্ব্বার
জীর্ণ অস্থি হবার পরেও পূর্ব্বজীবন পথে আর

(বিতাড়িত হব)। ওহো তবে বড়ই ক্ষতিকর
হবেত সে জীবন পাওয়া।" একটী মাত্র তাড়নায়
প্রান্তর-ভূমিতে তারা অমনি হাজির হ'বে হায় !
তোমার কাছে পৌঁছেনি কি মুসার সেই সে বিবরণ?
তাহার প্রভু যখন তারে করিলেন সেই সম্বোধন
পূত "তোওয়া" প্রান্তরে, "ফেরাউনের বরাবর,
উচ্ছৃঙ্খল হ'য়েছে সে। বল্‌বে তারে অতঃপর,—
তুমি পাক হ'তে কি চাও? দেখাইয়া দিই তোমায়
তোমার প্রভুর দিকের পন্থা, চলবে হে ভয় করে তায়।"
(পরে) মুসা দেখাল তায় শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন,
সে সত্যরে মিথ্যা ব'লে লইলনা তা (ফেরাউন)।
প্রবৃত্ত সে হইল কুচেষ্টায় যে অতঃপর,
ঘোষণা সে করিল ফলে জুটিয়ে (বহু লস্কর),
বলিল তখন "আমিও ত পরম প্রভু তোদের রে !"

ওয়াহুর

ইহকাল আর পরকালের শাস্তি দিতে চাই তারে
ধৃত করিলেন আল্লাহ্। ভয় রাখে যে তাঁর তরে
বিশেষ করে জানার উপদেশ আছে (কোরাণভরে)।
তোমাদের কি সৃষ্টি অধিক কঠিন? না ঐ আকাশের?
সৃজিয়া তায় উর্দ্ধকে তার করিলেন সুউচ্চ ফের।
ঠিক-ঠাক তায় দিলেন ক'রে। রজনীকে তিমির-ময়
করলেন, (দূর করে তাহার আলোকরাশি সমুদয়)।
প্রসারিত করলেন এই ধরায় তিনি অতঃপর
তাহার থেকে করলেন বাহির পানি এবং চারণ-চর।
(তোমাদের ও তোমাদের পশুর উপকার তরে)
প্রতিষ্ঠিত করলেন ঐ শৈলমালা উপরে।

(তিয়াত্তর)

তওয়াতুর

সে মহাবিপদ আসবে যে দিন অতঃপর,
অর্জ্জন সে করেছে কি বুঝতে পারবে সেদিন নর।
দর্শকে দেখানোর তরে দোজখ হবে সুপ্রকাশ,
লঙ্ঘন যে করে বিধি পার্থিব জীবনের আশ—
মুখ্যভাবে যে জন করে তার স্থিতিস্থান দোজখ পরে।
কিন্তু প্রভুর সম্মুখে তার দাঁড়াবার যে ভয় রাখে,
নীচ যত প্রবৃত্তি হ'তে মুক্ত রাখে আত্মাকে,
ফলে—(হবে) নিশ্চয় ঐ বেহেশ্‌ত্‌ তাহার স্থিতিস্থান!
জিজ্ঞাসিছে ওরা "হবে কখন তাহার অধিষ্ঠান.

তওয়াতুর

সেই মুহুর্ত্ত আসবে কবে? তুমি আলোচনায় সেই
(ব্যস্ত) আছ? তার নিরূপণ তোমার প্রভুর নিকটেই।
—যে সবলোকে ভয় রাখে সেই মুহূর্ত্তের
তুমি কেবল করতে পার সাবধান সে তাহাদের
(করবে মনে সে দিন তা'রা) দেখবে যখন সেই সে খন,
রয়নি তা'রা এক সাঁঝ বা এক প্রভাতের অধিকক্ষণ।

নাজেয়াত—ধনুকধারিগণ।

সূরা নাবা

শুরু করি লয়ে নাম খোদার
করুণাময় ও কৃপা আধার।

পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তারা কোন বিষয় ?
সেই সে মহান খবর লয়ে যাতে সে ভিন্নমত হয় ?
না, না, তারা জানবে ত্বরায়, জানবে, কই আবার
করিনি কি শয্যারূপে নির্ম্মাণ আমি এই ধরার ?
কীলক স্বরূপ করিনি কি স্থাপিত ঐ সব পাহাড় ?
যোড়ায় যোড়ায় তোমাদের সৃষ্টি করেছি আবার।
বিরাম লাগি' দিয়াছি ঘুম, রাত তোমাদের আবরণ,
করিয়াছি জীবিকার তরে দিবসের সৃজন।

ত্তওয়াত্তুর

নির্ম্মিয়াছি দৃঢ় সপ্ত (আকাশ) ঊর্দ্ধে তোমাদের,
করিয়াছি প্রস্তুত এক প্রদীপ্ত সে প্রদীপ ফের
বর্ষণ করেছি সলিল মেঘ হ'তে মুষলধারায়
কারণ আমি জন্মাব যে উদ্ভিদ ও শস্য তায়,
এবং গহন কানন রাজি। আছে আছে সুনিশ্চয়
মীমাংসা সে অবধারিত যেদিন সে ভেরী প্রলয়
উঠবে বেজে; শুনে তাহা তোমরা সবে দলে দল
সমাগত হবে; এবং খোলা হবে গগন তল,
তাহার ফলে হয়ে, যাহে সেদিন তাহা বহুদ্বার,
সঞ্চালিত করা হবে পাহাড় সবে; ফলে তার

তওয়াতুর

মরীচি-বৎ হবে তারা। দোজখ আছে অপেক্ষায়,
সুনিশ্চয়; অবাধ্য যারা তাদের বাসস্থান তাহায়।
সেই থানেতে করবে তারা বহু "হোক্‌বা" অবস্থান!
পাবেনাকো সেখানে তারা স্নিগ্ধ স্বাদ এবং পান
করতে নাহি পাবে কিছু, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,
পাবে সলিল উষ্ণ ভীষণ কিম্বা দারুণ সুশীতল।
হিসাব নিকাশ আশা তারা ক'রতো নাকো সুনিশ্চয়,
মিথ্যার আরোপ করেছিল নির্দ্দর্শন সে সমুদয়।
দেখতে আমার ওরা সবে হঠকারিতা করেই
অথচ রেখেছি গুণে গুণে প্রতি বস্তুকেই।

তওয়াত্তুর

সুতরাং এবার মজা দেখ ! এখন কেবল যাতনাই
বাড়িয়ে দিতে থাকব আমি, তোমাদিগের
—(রেহাই নাই) !
সংযমী লোক সবার তরেই সফলতা সুনিশ্চয়,
প্রাচীর ঘেরা কাননরাজি এবং আঙ্গুর (সেথায় রয়)।
সমান বয়েস তরুণীদল, পান পাত্র পরের পর
আসবে সেথা পূর্ণ এবং পবিত্র (অমৃত ভর)।
শুনতে নাহি পাবে তারা মিথ্যা প্রলাপ সেই সে স্থান
বিনিময়ে তোমার প্রভুর থেকে তাই যথেষ্ট দান।
ভূলোক ও দ্যুলোকের যিনি সকল-কিছুর অধীশ্বর,
করুণাময় যিনি তাহার কেহই সেদিন তাঁহার পর

তওয়াতুর

হবে নাকো অধিকারী সম্বোধন করিতে তার।
জিবরাইল আর ফেরেশতারা দাঁড়াবে সব দিয়ে সা'র
সেদিন তারা কইতে নারবে কোনো কথা; কিন্তু যার
মিলবে আদেশ কৃপা-নিধান খোদার কাছে বলবে সে
সঙ্গত সে কথা। উহাই নিশ্চিত দিন সত্য যে সে।
সুতরাং যার ইচ্ছা হয়
আপন প্রভুর কাছে এসে গ্রহণ করুক সে আশ্রয়।
অনাগত শাস্তি সে কি, তার বিষয়
সাবধান করেছি আমি তোমাদের সুনিশ্চয়।
দেখতে পাবে সেদিন মানুষ পাঠাল দুই হস্ত তার
কোন্ সম্বল আগের থেকে! বলতে থাকবে কাফের
—আর (ভাগ্যহত আমি হায়)
হ'তাম যদি মাটী—(ছিল শান্তি তায়!)

নাবা—খবর। হোক্‌বা—বহুযুগ।

শানে-নজুল

সুরা ফাতেহা এই সুরা মক্কাশরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৭টী
[১] আয়াত, ২৫টী শব্দ, ১২৩টী অক্ষর ও ১টী রুকু। ইহার অপর নাম "সাবাউল মোসানী"। 'সাবা' অর্থ সাত; মোসানী অর্থ পুনঃপুনঃ।

ফাতেহা—উদ্‌ঘাটিকা। এই "সুরা" দিয়াই পবিত্র কোর-আন শরীফের আরম্ভ। এই জন্য এই সুরার নাম 'ফাতেহা"। ইহা কোর-আনের শেষ খণ্ড আমপারায় নাই, ইহা কোর-আন শরীফের প্রথম খণ্ডের প্রথম "সুরা"। নামাজ, বন্দেগী, প্রার্থনা প্রভৃতি সকল পবিত্র কাজেই সুরা ফাতেহার প্রয়োজন হয় বলিয়া আমপারার সঙ্গে ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল।

শানে নজুল-- (অবতীর্ণ হইবার কারণ)—একদা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কার প্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, মোহাম্মদ! আমি স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল, আপনি পয়গম্বর, আমি শপথ করিতেছি—আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই; মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসুল (তত্ত্ববাহক)। আপনি বলুন, আলহামদো লিল্লাহ্—সকল প্রশংসাই বিশ্বপতি আল্লার, ইত্যাদি।

(তফসীরে আজিজী ও তফসীরে মাজহারী.)

সুরা নাস মদীনা শরীফে অবতীর্ণ, ইহাতে ৬টী আয়াত, ২০টী শব্দ, ৮১টী
[২] অক্ষর এবং ১টী রুকু আছে। "নাস" অর্থ মানুষ। (কোর-আন শরীফের মোট ১১৪টী সুরার মধ্যে এইটীই শেষ সুরা।)

সুরা ফলক মদীনা শরীফে অবতীর্ণ; ইহাতে ৫টী আয়াত, ২৩টী শব্দ,
[৩] ৭৩টী অক্ষর, ১টী রুকু। "ফলক"—উষা, প্রাতঃকাল। ইহা কোর-আনের ধারা বাহিক ১১৩ সুরা।

আমপারা

শানে নজুল—মদীনা শরীফের অধিবাসী লবিদ নামক একজন ইহুদীর কয়েকটী কন্যা ছিল। তাহারা হজরত নবী করিমের মাথার কয়েকটী চুল ও চিরুণীর কয়েকটী দাঁতের উপর যাদুমন্ত্র পাঠ করিয়া এগারটী গ্রন্থি দিয়াছিল এবং তাহা এক একটী খোর্ম্মা মুকুলের মধ্যে রাখিয়া "যোরআন" নামক কূপের তলদেশস্থ প্রস্তরের নীচে স্থাপন করিয়াছিল। এই যাদুর দরুণ হজরতের শরীর এরূপ অসুস্থ হইয়াছিল যে, তিনি যে কাজ করেন নাই তাহাও করিয়াছেন বলিয়া কখন কখন তাঁহার ধারণা হইত। হজরত ছয় মাস কাল যাবৎ এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে জানিতে পারিলেন তাঁহার ঐ পীড়ার কারণ কি। প্রাতে হজরত আলী, আম্মার ও জোবায়েরকে "যোরআন" কূপের দিকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা উক্ত কূপের তলদেশ হইতে ঐ সকল দ্রব্য তুলিয়া হজরতের নিকট নিয়া হাজির করেন। তখন জিব্রাইল "ফলক" ও "নাস" এই দুই সুরা সহ অবতরণ করেন। এই দুই সুরায় এগারটী আয়াত আছে। তিনি এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে এগারটী আয়াত পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া উহার এগারটী গ্রন্থি খুলিয়া গেল। অতঃপর হজরত সম্পূর্ণরূপে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

(এমাম এবনে কছির, জালালায়ন, কবীর)

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যাদুমন্ত্র দ্বারা মানুষের শারীরিক ক্ষতি হওয়া অসমীচীন নয়; কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যাদুমন্ত্র প্রভাবে স্বর্গীয় আদেশ প্রচারের কালে বিকারগ্রস্ত হইয়াছিলেন এরূপ ধারণা করা বাতুলতা মাত্র (কবীর, হাক্কানী)।

সুরা ইখলাস এই সুরা মক্কাশরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৪টী
[৪] আয়াত, ১৭টী শব্দ, ৪৭টী অক্ষর, ও ১টী রুকু আছে।

শানে নজুল—মক্কার অধিবাসী কতিপয় কাফের হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আল্লাহ কি উপাদানে গঠিত? তিনি কি আহার করেন? তাঁহার জনক কে? ইত্যাদি; তদুত্তরে এই সুরা নাজেল হয়।

এমাম কাতাবা বলেন—"সামাদ" অর্থ—যিনি পান-আহার করেন না। এই শব্দের—অভাব রহিত, শ্রেষ্ঠতম, অনাদি, নিষ্কাম ও অনন্ত ইত্যাদি বহু অর্থ আছে। আল্লাহ কাহার ও মুখাপেক্ষী বা সাহায্যপ্রার্থী নন, সকলেই তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী; তিনি বে-নেয়াজ। এই সুরায় অংশীবাদী ও পৌত্তলিকদের মতবাদকে খণ্ডন করা হইয়াছে। (কবীর, কাশ্‌শাফ, বায়জাবী।)

সুরা লহব মক্কায় অবতীর্ণ; ইহাতে ৫টী আয়াত, ২৪টী শব্দ, ৮১টী অক্ষর।
[৫] **শানে নজুল** বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতি টীকাকারদের মতে খোদাতালা হজরতের আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ করিলে তিনি সাফা পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া আরবের তদানীন্তন নিয়মানুসারে উচ্চৈঃস্বরে "সাবধান" 'সাবধান' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। তাহাতে কোরায়েশ বংশের অনেক লোক তথায় উপস্থিত হইয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করে কি হইয়াছে? হজরত তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি বলি যে একদল শত্রু তোমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছে, তবে তোমরা আমার এই কাজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি? তদুত্তরে তাহারা

বলিল নিশ্চয় বিশ্বাস স্থাপন করিব। আমরা বেশ পরীক্ষা করিয়াছি আপনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তৎপর হজরত বলিলেন,— হে কোরেশগণ! তোমাদের সম্মুখে জ্বলন্ত দোজখের মহাশাস্তি রহিয়াছে; যদি তোমরা আমার ও খোদার বাণীর উপর আস্থা স্থাপন না কর, তবে তোমাদিগকে ঐ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তোমরা স্ব স্ব আত্মাকে উক্ত শাস্তি হইতে রক্ষা কর। ইহা শুনিয়া আবুলহব (হজরতের পিতার বৈমাত্রিয় ভ্রাতা, তাহার স্ত্রী আফুছুফিয়ানের ভগ্নী উম্মে জামিলা) রাগান্বিত হইয়া বলিল "তাব্বান লাকা"—তোর ধ্বংস হউক। এই ঘটনার পর এই সুরা অবতীর্ণ হয়। (বোখারী)

সুরা নসর এই সুরা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়; ইহাতে ৩টী আয়াত

[৬] ১৯টী শব্দ, ও ৮১টী অক্ষরআছে।

শানে নজুল - হিজরী ৬ষ্ঠ সালে হজরত ছাহাবাগণসহ 'ওমরা' সম্পন্ন করার জন্য হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলে কোরেশগণ তাঁহাদিগকে মক্কাশরীফে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে। সেই সময় কোরেশগণের সহিত হজরতের এই মর্ম্মে এক সন্ধি হয় যে, এক দল অপর দলের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবে না। বনুবকর সম্প্রদায় কোরেশদের ও খোজা সম্প্রদায় হজরতের পক্ষভুক্ত হইল। কিছুকাল পর বনুবকরেরা কোরেশদের সহায়তায় উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতঃ খোজাদলকে আক্রমণ করে। খোজারা হেরেম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করা সত্ত্বেও বনুবকরেরা তাহাদিগকে প্রহার করে। জনৈক খোজা-নেতা ও তাহাদের দলের কয়েকজন লোক মদীনা শরীফে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা

করে। হজরত ছাহাবাগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করেন। পূর্ব্বের অঙ্গীকার দৃঢ় ও সর্ত্তের সময় বৃদ্ধি করার মানসে কোরেশগণ আবুসুফিয়ানকে মদীনা শরীফে প্রেরণ করেন। হজরত আলী, জোবায়ের প্রভৃতি ছাহাবার প্রেরিত পত্রবাহকের নিকট হইতে পত্র কাড়িয়া লন। ১০ম হিজরীতে দশ হাজার ছাহাবাসহ মক্কা অভিমুখে হজরত যাত্রা করেন। আবুসুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ, হজরত আব্বাসের প্রার্থনায় তাহার মুক্তি, বহুসৈন্যের ভীতি, মক্কা বিজয়, অধিবাসীগণকে ক্ষমা, ১৫ দিবস তথায় অবস্থান ইত্যাদির আভাষ ইহাতে প্রদান করা হইয়াছে।

সুরা কাফেরুণ [৭] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ; ইহাতে ৬টী আয়াত, ২৭টী শব্দ, ও ৯৯টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—ওমাইয়া, হারেছ, আ'স, অলিদ প্রভৃতি কোরেশগণ হজরত তাহাদের ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিলে তাহারাও হজরতের ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিবেন বলায় তিনি বলিলেন, আমি আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি কখনও তাঁহার অংশীস্থাপন করিতে পারিব না। তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে না অথচ হজরতের সহিত মিলিত হইতে চায়; তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা কওসার [৮] এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়; ইহাতে ৩টী আয়াত, ১০টী শব্দ ও ৩৭টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—এই সুরাটী আবুজহল, আবুলহব, আ'স ও আকাবার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কথিত আছে, হজরতের পুত্র তাহের দেহত্যাগ করার পর আ'স নামীয় জনৈক ধর্ম্মদ্রোহী

হজরতের সহিত আলাপ করার পর নিজের দলের লোকদের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল, আমি আব্‌তর নিঃসন্তান বা আঁটকুড়ের সহিত আলাপ করিয়াছি। উহা শ্রবণ করিয়া হজরত দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এন্তেকালের পর হয়ত তাঁহার নাম লোপ পাইবে। তাঁহার সান্ত্বনার জন্য এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

সুরা মাউন মক্কা শরীফে এই সুরা অবতীর্ণ হয়; ইহাতে ৭টী আয়াত, ২৫টী শব্দ, ও ১১৫টী অক্ষর আছে।

[৯] **শানে নজুল**—আবুজহল কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির সন্তানের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর নিজেই বালকের পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকে, এবং বালকটীকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। উক্ত বালক ক্ষুধার্ত্ত ও বিবস্ত্র অবস্থায় হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া আবুজহলের অসদ্ব্যবহার ও অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ করে। হজরত আবুজহলের নিকট যাইয়া উহার প্রতীকারার্থ তাহাকে কেয়ামতের ভীতি প্রদর্শন করেন। আবুজহল কেয়ামতের প্রতি অসত্যারোপ করিতে থাকায় হজরত দুঃখিত মনে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আবুসুফিয়ান সম্মান লাভের ইচ্ছায় প্রতি সপ্তাহে দুইটী করিয়া উষ্ট্র জবেহ করিয়া সম্ভ্রান্ত কোরেশদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত। একদা জনৈক পিতৃহীন বালক আবুসুফিয়ানের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের দিন উপস্থিত হইয়া কিছু মাংস ভিক্ষা চাহিয়াছিল। উহাতে সে যষ্টির আঘাত করিয়া উক্ত বালককে বিতাড়িত করে; সেই জন্য এই সুরা নাজেল হয়। (এমাম রাজী।)

কেহ কেহ বলেন—কেয়ামত অমান্যকারী পাপী আ'স কিংবা ধনশালী, অবাধ্য ও অহঙ্কারী অলীদের সম্বন্ধে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল।
শেষার্দ্ধ আবদুল্লা-বেনে-ওবাইয়া নামক জনৈক কপটাচারীর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া 'খাজেনে' উল্লিখিত আছে।
পরন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত যে সকল ব্যক্তির ব্যবহারে অধর্ম্ম প্রকাশ পায় তাহাদের লোকদেখান কপটতার উদ্দেশ্যেই এই সুরা নাজেল হইয়াছে।

সুরা কোরায়শ ইহা মক্কায় নাজেল হইয়াছে। এই সুরাতে ৪টী
[১০] আয়াত, ১৭টী শব্দ, ও ৭৯টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—করশ শব্দ হইতে কোরায়শ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার আভিধানিক অর্থ—সংগ্রহ করা বা উপজীবিকা সংগ্রহ করা। কোরায়েশগণ ব্যবসায় দ্বারা অর্থ বা উপজীবিকা সংগ্রহ করিতেন—তজ্জন্য তাঁহারা এই নামে অভিহিত হইতেন।
এবনে আব্বাসের মতে কোরায়েশ নামক এক প্রকার জলজন্তু সমুদ্রে বাস করে। উহারা সামুদ্রিক জন্তুদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহারা যে কোন সামুদ্রিক জন্তুর নিকট উপস্থিত হয় তাহাকেই গ্রাস করে; কিন্তু অন্য কোন জন্তু উহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। আরব দেশের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী সম্প্রদায় কেলাবের পুত্র কোছাইয়ের বংশধরেরা এই নামে অভিহিত। তাহারা বাণিজ্যার্থে শীতকালে ইমন প্রদেশের দিকে ও গ্রীষ্মকালে শাম (সিরিয়া) দেশের দিকে যাইত। কাবাগৃহের রক্ষক ও অধিপতি বলিয়া উভয় দেশের নরপতিগণ তাহাদিগকে প্রচুর সম্মান করিত;

আর তাহারাও বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি আবশ্যকীয় বস্তুগুলি স্বদেশে আনয়ন করিত ও বাণিজ্যে বেশ লাভবান হইত।

কানানার পুত্র নাজারকে কোরায়েশ নামে অভিহিত করা হইত। তৎপর তাহার বংশধরেরা উক্ত নামে অভিহিত হইতে থাকে। হজরত ও তাঁহার ৪ জন খলিফা এই বংশ সম্ভূত।

আবরাহার দলের উপর জয়ী হওয়ায় আবেসিনিয়াবাসীদের সম্বন্ধে এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

সুরা ফীল [১১] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৫টী আয়াত, ২৪টী শব্দ, ও ৯৪টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—ইমন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আবরাহা ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ইমনের "ছানয়া" নামক স্থানে রত্নরাজি খচিত "কলিসা" নামে একটী গির্জ্জা প্রস্তুত করিয়া তথায় উপসনার নিমিত্ত লোক দিগকে আহ্বান করেন। ধার্ম্মিক লোকেরা তাহার আদেশ মানিতে রাজী না হওয়ায় তিনি কাবা গৃহ ধ্বংসের নিমিত্ত বহু সৈন্যসামন্ত ও ১৩টী হাতী ("মামুদ" সহ) প্রেরণ করেন। হজরতের পিতামহ আবদুল মোতালেব "মোগাম্মছ" নামক স্থানে হান্নাতা নামক ব্যক্তির সহিত যাইয়া আবরাহার নিকট হাজির হন ও যথেষ্ট সম্মান পান এবং তাহার লুণ্ঠিত দুই শত উষ্ট্র ফেরৎ পাইবার দাবী জানান। আবরাহা কাবা ধ্বংসের বাসনা জ্ঞাপন করায় তিনি বলেন—আমি উটের মালিক, উট ফেরৎ চাই—কাবা গৃহের মালিক স্বয়ং আল্লাহ, কাজেই তিনি উহা রক্ষা করিবেন। আরবের অপর যে সকল নেতা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন তাঁহারা মক্কার ধনসম্পদ বা চতুষ্পদ জন্তুসমূহের

দুই-তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চাওয়া সত্ত্বেও আবরাহা কাবা ধ্বংসের সংকল্প ত্যাগ করিলেন না ; আবদুল মোতালেবের উটগুলি ফেরৎ দিতে আদেশ দিলেন।

আবরাহা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তখন কাবার মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত আল্লাহতালা দলে দলে পাখী প্রেরণ করিলেন। উহারা উপর হইতে কঙ্কর নিক্ষেপ করতঃ আবরাহার সমস্ত হস্তী ও সৈন্য বিনাশ করিয়া দিল।

এই ঘটনার কিছু কাল পর হজরতের জন্ম হয়।

কোরেশগণের উপর যে আল্লাহ মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই এই সুরায় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আল্লার এবাদত করা কোরায়েশগণের কর্ত্তব্য, এই উদ্দেশ্যে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা হুমাজাহ [১২] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৯টী আয়াত, ৩৩টী শব্দ, ও ২৩৫টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—ধর্ম্মদ্রোহী আখনাস, অলিদ, ওবাই, ওমাইয়া, জমি ও আ'স সাক্ষাতে হজরতকে ও তাঁহার সহচরগণকে বিদ্রূপ করিত, এবং অসাক্ষাতে তাহাদের অপবাদ প্রচার করিত। এই জন্য এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা আসর [১৩] এই সুরা মক্কাশরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৩টী আয়াত, ১৪টী শব্দ, ও ৭৪টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল- একদা হজরত আবুবকর (রাঃ) তাহার পূর্ব্ববন্ধু কালদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে কালদা

বলিল—আপনি দক্ষতা সহকারে বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইয়া আসিতেছেন—বর্ত্তমানে পৈত্রিক ধর্ম্ম (প্রতিমা পূজা) পরিত্যাগে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তদুত্তরে আবুবকর (রাঃ) বলিলেন—যে সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন ও সৎকার্য্য সম্পাদন করে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেনা। সেই সময় এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

এবনে আব্বাসের মতে ইহা অলিদ, আ'স কিংবা আসওয়াদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

মোকাতেলের মতে, আবুলাহাব সম্বন্ধে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

সুরা তাকাসুর এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে

[১৪] ৮টী আয়াত, ২৮টী শব্দ, ও ১২৩টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—কোরেশ কুলের এক শাখার নাম বণি-আব্দ-বেনে মান্নাফ, অপর শাখার নাম বণি-সাহম। প্রত্যেক শ্রেণী অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বলিতে লাগিল—আমরা অর্থে, ঐশ্বর্য্যে, সম্ভ্রমে ও লোক সংখ্যায় শ্রেষ্ঠতর। এমন কি প্রত্যেক দল স্বীয় গৌরব বর্দ্ধনের নিমিত্ত আপন দলভুক্ত লোকদিগকে গণনা করিতে আরম্ভ করিল। এই গণনায় আব্দ-মান্নাফ বংশের লোক সংখ্যায় অধিক হইল। পরে জীবিত ও মৃত উভয় শ্রেণীর লোক গণনা করায় বণি-সাহম দলের লোক সংখ্যা অধিক হইল। লোক সংখ্যা নিরূপণের নিমিত্ত তাহারা গোরস্থানে গিয়াছিল। সেই সময় এই সুরা নাজেল হয়। [মতান্তরেঃ—ইহুদীগণের নামে সংখ্যাধিক্য লইয়া কলহের সূত্রপাত হওয়ায় মদিনাবাসী বণি-হারেস ও বণি-হারেসা এই দুই দল পরস্পর ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কার করায় এই সুরা নাজেল হয়। (একৃসির)]

সুরা কারেয়াত এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে
[১৫] ১১টী আয়াত, ৩৫টী শব্দ ও ১৬০টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—কেয়ামতের ভীতি প্রদর্শন ও ইসলামের বিজয়ের ইঙ্গিত করার জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

এমাম কাতাদা বলেন—একদা ইহুদীগণ বলিয়াছিল যে আমরা বিপক্ষদল অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ; সেই সময়ে এই সুরা নাজেল হয়।

এমাম এবনে কসিরের মতে—মদীনাবাসী বনি-হারেছ ও বনি-হারেছা এই দুই দল ধন সম্পদের অহঙ্কার করিয়াছিল, তজ্জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আ'দিয়াত এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হইয়াছে। ইহাতে
[১৬] ১১টী আয়াত, ৪০টী শব্দ ও ১৭০টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—হজরত তাঁহার সহচর মোনজের-বেনে-আমরকে একদল অশ্বারোহী সহ 'বনি-কানানা' সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতে পাঠান এবং ফিরিয়া আসিবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। পথের এক স্থান জল প্লাবিত থাকায় তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয়। তখন কাফেরগণ উক্ত সৈন্যদল বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রচার করায় মুসলমানগণ দুঃখিত হয়। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্ত এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা জিল্‌জাল এই সুরায় ৮টী আয়াত, ৩৭টী শব্দ, ও ১৫৮টী অক্ষর আছে।
[১৭] হাক্কানী, হোসেনী, শাহ্ অলিউল্লাহ্, শাহ্ রফিউদ্দিন, শাহ্ আবদুল আজিজ প্রভৃতির মতে এই সুরা মদীনা শরীফে নাজেল হইয়াছে।

কবীর বলেন—এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে (এব্‌নে আব্বাস, কাতাদা)। কাশ্‌শাফ, বায়জাবী ও জালালাইন বলেন—এই

আমপারা

সুরার অবতরণ-স্থান সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। (বোখারী শরীফ Part 1, Vol. I,)

শানে নজুল—একদা হজরতের সঙ্গে আবুবকর (রাঃ) যখন কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সময় ৭।৮ আয়াত নাজেল হয়। তখন আবুবকর (রাঃ) আহার গ্রহণ ত্যাগ করিয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি একবিন্দু কুকর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইব? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, সংসারে তুমি যে কোনও সময়ে বিপদাপন্ন হও, উহা তোমার বিন্দু বিন্দু অসৎ কার্য্যের প্রতিফল; আর তোমার বিন্দু বিন্দু পুণ্যকে আল্লা তোমার জন্য সম্বলস্বরূপ রক্ষা করেন, পরকালে ঐ সকলের প্রতিদান আল্লা তোমাকে দিবেন। সামান্য সামান্য সৎকার্য্য আর সামান্য সামান্য পাপ কার্য্য একত্রিত হইয়া পর্ব্বত-তুল্য হইয়া যায়; অকিঞ্চিৎকর কার্য্যও বৃথা যায়না এই শিক্ষা প্রচারার্থে উক্ত আয়াতদ্বয় নাজেল হয়।

সুরা বাইয়েনাহ্ এই সুরার ৮টী আয়েত, ৯৫টী শব্দ, ও ৪১৩টী অক্ষর

[১৮] আছে। কবীর, হাক্কানী, শাহ্ অলিউল্লা, ও শাহ রফিউদ্দিন বলেন—এই সুরা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কাশ্শাফ, বায়জাবী, জালালাইন ও হোসেনী বলেন এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শানে নজুল—মদীনার ইহুদীগণ ও মক্কার অংশীবাদিগণ তৌরাতের প্রতিশ্রুত শেষ পয়গম্বরের প্রতীক্ষায় ছিল। শেষ পয়গম্বর আবির্ভাব হওয়া সত্বেও তাহারা পাপ কার্য্য হইতে বিরত হয় নাই—তজ্জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা কদর [১৯] এই সুরায় ৫টী আয়াত, ৩০টী শব্দ, ও ১১৫টী অক্ষর আছে। ইহা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কাশ্‌শাফ, বায়জাবী, জালালাইন ও হোসেণীর মতে এই সুরা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শানে নজুল—কোন কথা প্রসঙ্গে একদা হজরত উল্লেখ করেন যে ইস্রায়েল বংশীয় হজরত সমউন সহস্র মাস কাল দিবস রোজা রাখিতেন ও জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) করিতেন আর রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়িতেন। ইহা শুনিয়া তাহার আসহাবগণ বলিল—সাধারণতঃ আমরা ৬০।৭০ বৎসর বাঁচিয়া থাকি ; তন্মধ্যে কতকাংশ শৈশবাবস্থায়, কতকাংশ নিদ্রিতাবস্থায়. কতকাংশ পীড়িত ও শৈথিল্যাবস্থায় এবং কতকাংশ জীবিকা সংগ্রহ করিতে অতিবাহিত হয় ; অবশিষ্টাংশে আমরা কতটুকু সৎকার্য্য করিতে সক্ষম হইব ? উহাতে হজরত দুঃখিত হন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আলক্ [২০] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ২৯টী আয়াত, ৭২টী শব্দ, ও ২৯০টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—মক্কার অদূরে হেরা গিরিগহ্বরে হজরত এবাদতে মশগুল হইতেন। জেব্রাইল হজরতের নিকট সর্ব্বপ্রথম তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন– "আপনি পাঠ করুন।" হজরত বলিলেন— "আমি নিরক্ষর এবং পাঠ করিতে সমর্থ নহি।" এইরূপ তিন প্রশ্নোত্তরের পর জেব্রাইল বলিলেন—"আপনি সেই মহান খোদার নামে পাঠ করুন"–ইত্যাদি। (কবির, কাশ্‌শাফ, বায়জাবী)। প্রথম পাঁচ আয়াত তখন নাজেল হয়। প্রথম ৫ আয়াত অবতীর্ণ

হওয়ার পর স্থরা ফাতেহা ও তৎপর স্থরা মোদ্দাস্সের অবতীর্ণ হয়। হজরত সেজদা করিতেছেন দেখিলে আবুজহল তাঁহার গ্রীবায় পদাঘাত ও তাঁহার মুখমণ্ডল মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে বলিয়া প্রতিমার শপথ করিয়াছিল। হজরতের নমাজ পড়িবার সময় কাছে উপস্থিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা অনুরূপ কাজ করিতে সক্ষম হয় না। তখন ৬-১৪ আয়েত নাজেল হয়।

স্থুরা তীন [২১] এই স্থরা মক্কা শরীফে নাজেল হইয়াছে। ইহাতে ৮টী আয়াত, ৩৪টী শব্দ, ও ১৬৫টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—১। তীন-আঞ্জির, জায়তুন-তৈল বৃক্ষ বিশেষ উভয় নামে পরিচিত পর্ব্বতে হজরত ঈসার জন্ম ও নবুয়ত প্রাপ্তি হয়।

২। সিনিনা—সিনাই পাহাড়; এস্থানে হজরত মুসা তওরাত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

৩। বালাদুল আমিন—"শান্তিময় নগর"—এই বাক্যাংশ দ্বারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) জন্মভূমি মক্কা নগরকে বুঝায়।

উক্ত তিনটী পাক স্থানের নামে উপরোক্ত নবীগণের স্মরণার্থ আল্লাহ-তায়লা শপথ করিয়া মানবগণকে এই সাবধান বাণী জানাইতেছেন যে, তিনি আদেশ-প্রদাতাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (আদেশ-প্রদাতা)।

স্থুরা ইক্‌রা বেইস্মে রাব্বেকা [২২] এই স্থরা মক্কাশরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ৮টী আয়াত, ২৭টী শব্দ, ও ১০৩টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—খদিজা বিবির মৃত্যুর পর হজরত শাতিশয় মর্ম্মাহত ও চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে উক্ত শোকে সান্ত্বনা দিবার

জন্য এই সুরা নাজেল হয়। এবাদত-বন্দেগী ও কোর-আনে তোমাকে উল্লেখ করিয়া এবং তোমার গুরুতর দায়িত্ব পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া তোমাকে মহিমান্বিত করি নাই কি? ইত্যাদি শানে নজুলের মর্ম। (তফসীরে কবীর।)

সুরা জোহা [২৩] এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ১১টী আয়াত, ৪০টী শব্দ ও ১৬৬টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—হজরতের নিকট কোনও কারণে কয়েকদিন (কাহারও মতে ১০, কাহারও মতে ১৫, কাহারও মতে ৪০ দিন) অহি নাজেল না হওয়ায় কাফেরেরা বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছিল—মোহাম্মদকে (দঃ) তাঁর আল্লা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত দুঃখে মর্মাহত হন, তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা লায়ল [২৪] এই সুরা মক্কাতে নাজেল হয়। ইহাতে ২১টী আয়াত ৭১টী শব্দ, ও ৩১৪টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—আবুবকর (রাঃ) ও ২য় খালাফের পুত্র ওমাইয়া মক্কায় ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত সমাজনেতা ছিলেন। ওমাইয়া ১২টী কিঙ্কর দ্বারা নানা উপায়ে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পরকালের জন্য কেন তিনি দান করেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন—প্রয়াসী বিপুল অর্থ সম্পদ থাকিতে কল্পিত বেহেশতের সম্পদ লাভের আমার আমি নই। ইনিই হজরত বেলালের মনিব ছিলেন।

ওমাইয়ার গৃহে রাত্রে ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ করিয়া হজরত আবুবকর স্বীয় ক্রীতদাস নাস্তাশ ও ৪০টী স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বেলালকে ক্রয় করিয়া হজরতের সামনে নিয়া তাহাকে মুক্তি দান করেন।

অতএব, আবুবকর ও ওমাইয়া সম্বন্ধে এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা শামস এই সুরামক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ১৫টী

[২৫] আয়াত, ৫৬টী শব্দ, ও ২৫৪টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—কোর-আন শরীফে সাধারণতঃ আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের চুক্তির সাহায্যে কোন একটা সত্য প্রতিষ্ঠা ও সপ্রমাণ করার বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সুরায় সূর্য্য, চন্দ্র ও দিবারাত্রি প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা উহাদের তারতম্য বুঝানো হইয়াছে; আর কোন কার্য্য দ্বারা মানুষ আত্মাকে পবিত্র রাখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে এবং কোন কার্য্য করিলে মানুষের আত্মা কলুষিত ও জীবন ব্যর্থ হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। "সমুদ" জাতির এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া—খোদা-তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন, যাহাকে ইচ্ছা গোমরাহ্ করেন"—এই উক্তি উপরোক্ত সুরা দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে।

সুরা বালাদ এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ২০টী

[২৬] আয়াত, ৮২টী শব্দ, ও ৩৪৭টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—কালদা নামক বলিষ্ঠ কাফেরকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইসলাম গ্রহণ করিতে বলায় সে অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিল যে দোজখের ১৯ জন ফেরেশতাকে সে একা বাম হস্তে অবরোধ করিতে পারিবে; বেহেশতের বাগিচা, নাহার ও মণিকাঞ্চনের মূল্য তাহার বিবাহাদি উৎসবে ব্যয়িত অর্থের তুল্য হইতে পারে না। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা ফজর এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৩০টী আয়াত,
[২৭] ১৩৭টী শব্দ, ও ৫৮৫টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—এক সময় কাফেরেরা বলিতে লাগিল যে, মানুষের ভালমন্দ কার্য্যের প্রতিফল প্রদান করা আল্লার অভিপ্রেত নহে। যদি তিনি পাপীর প্রতি অসন্তুষ্ট ও পুণ্যবানের প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন তবে কেয়ামতের প্রতীক্ষা না করিয়া ইহ-জগতেই কেন সৎলোক-দিগকে সম্পদশালী ও অসৎ লোকদিগকে বিপদগ্রস্ত করেন না? পরলোক মিথ্যা ইত্যাদি। তখন এই সুরা নাজেল হয়;

সুরা গ্বাশিয়া এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৬টী আয়াত,
[২৮] ৯৩টী শব্দ, ও ৩৮৪টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—মানুষ পরজীবনে কর্ম্মফল ভোগ করিবে, আরবেরা ইহা বিশ্বাস করিত না। তাহারা বলিত, মানুষ একবার মরিয়া মাটী হইয়া গেলে পুনর্জীবন লাভ করিবে কি করিয়া? এই সুরায় মেঘমালার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, আল্লার কুদ্‌রেতে সব কিছু সম্ভব, অনন্ত শক্তিময় আল্লার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি মানুষকে পুনর্জীবন দান করিয়া এই জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করাইবেন। মানুষ এই জীবনে দুষ্কর্ম্ম করিলে পরজীবনে তাহার সাজা পাইবে, আর এই জীবনে সৎকর্ম্ম করিলে পরজীবনে তাহার পুরস্কার পাইবে। মানুষের কোন কর্ম্মই বৃথা হইবে না, ইহা বুঝাইবার জন্যই এই সুরা নাজেল হইয়াছে।

সুরা আ'লা এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ১৯টী আয়াত,
[২৯] ৭২টী শব্দ, ও ২৯৯টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—যখন হজরতের প্রতি সুদীর্ঘ সুরা সমূহ নাজেল হইতে থাকে এবং তিনি অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে, আমি কোন শিক্ষকের নিকট লেখা পড়া শিখি নাই, এমতাবস্থায় এত অধিক সংখ্যক শব্দ ও সূক্ষ্ম মর্ম্ম আয়ত্ত করা ও স্মরণ রাখা সম্ভব হইবে না, হয়ত ইহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ এই সুরা অবতীর্ণ হয়—"খোদাই আপনার শিক্ষাদাতা, আপনি উহা ভুলিবার কল্পনাও করিবেন না।"

সুরা তারেক এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ১৭টী আয়াত, ৬১টী শব্দ, ও ২৫৪টী অক্ষর আছে।

[৩০]

শানে নজুল—একদা রাত্রিতে হজরতের গৃহে তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেব উপস্থিত হইলে পর, তাঁহার সামনে আহারের নিমিত্ত রুটী ও দুগ্ধ হাজির করা হয়। তাঁহারা উভয়ে যখন খাদ্য গ্রহণে রত তখন একটী উল্কাপিণ্ডের জ্যোতিতে ঐ গৃহ উদ্ভাসিত হইয়া ঐ জ্যোতিতে আবুতালেবের চোখের জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়া গেল। ব্যস্ততা সহকারে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি? হজরত বলিলেন—শয়তানেরা যখন আসমানের গুপ্ত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উড্ডীয়মান হয়, তখন ফেরেশতারা উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে বিতাড়িত করে। আবুতালেব বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা বুরুজ এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২২টী আয়াত,
[৩১] ১০৯টী শব্দ, ও ৪৭৫টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—মক্কার পৌত্তলিকেরা মুসলমানগণকে ইসলাম গ্রহণ করার দরুণ নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিত। হজরতের নিকট মুসলমানগণ অভিযোগ করায় তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এক সময় তাহাদের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে খোদা তোমাদিগকে সক্ষম করিবেন। একথা শ্রবণ করিয়া কাফেরেরা বলিতে লাগিল—এরূপ দুর্ব্বল, অপমানিত ও অর্থহীন লোকেরা কিরূপে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইবে? খোদার ইচ্ছাতেই আমরা সম্মানিত আর তাহারা হেয় ও লাঞ্ছিত। কাফেরদের উক্ত কথার প্রত্যুত্তর স্বরূপ ঐ সময়ে এই সুরা অবতীর্ণ হয়। অগ্নিকুণ্ড স্থাপয়িতা-দের পরিণাম বর্ণনা করিয়া ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ইহাতে সান্ত্বনা প্রদান করা হইয়াছে। (আজিজী।).

সুরা ইনশিকাক এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে
[৩২] ২৫টী আয়াত, ১০৮টী শব্দ ও ৪৪৮টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—কেয়ামতের সময় মানুষের যে ভীষণ অবস্থা হইবে তাহার বর্ণনা ও পুনর্জ্জীবন লাভের কথা এই সুরায় প্রকটিত হইয়াছে। কেয়ামত ও পুনর্জ্জীবন লাভের কথা ভাবিয়া মানুষ যাহাতে সৎকর্ম্ম সম্পাদন করে এই উদ্দেশ্যেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা তাৎফীফ এই সুরা মক্কায় কি মদীনায় নাজেল হয় এ-সম্বন্ধে
[৩৩] মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাতে ৩৬টী আয়াত, ১৭২টী শব্দ, ও ৭৫৮টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—হজরত মদীনায় পদার্পণ করিয়া দেখিলেন যে, উক্ত স্থানের অধিবাসীগণ পরিমাণ ও ওজনে কম-বেশী করিয়া থাকে, তখন এই সুরা নাজেল হয়।

মক্কায় এই সুরা প্রথম নাজেল হইয়াছিল। হজরত মদীনায় যাওয়ার পর সেখানে ইহা পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিলেন।

সুরা ইন্‌ফিতার এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ১৯টী আয়াত, ৮০টী শব্দ ও ৩৩৪টী অক্ষর আছে।
[৩৪]

শানে নজুল—কেয়ামতের ভীষণ অবস্থার বর্ণনা ও মানুষকে যে তাহার কর্ম্মফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে তাহা এই সুরার প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরজীবনে সুফল পাইবার জন্য মানুষ যেন সৎকর্ম্ম করে আর কুকর্ম্মের ফল পরজীবনে যন্ত্রণাদায়ক হইবে ভাবিয়া যেন (এ-জীবনে) কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকে—এই উদ্দেশ্যে এই সুরা নাজেল হইয়াছে।

সুরা তক্‌ভীর এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২৯টী আয়াত, ১০৪টী শব্দ ও ৪৩৬টী অক্ষর আছে।
[৩৫]

শানে নজুল—কেয়ামত, পরকাল ও কর্ম্মফল ভোগের কথা যখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিতেন তখন মক্কাবাসীরা তাঁহাকে পাগল বলিত। কেয়ামতের ভীষণ ধ্বংসলীলা ও আল্লার শক্তির বর্ণনা দ্বারা তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া সৎকর্ম্ম করিবার জন্য তাকিদ দিবার নিমিত্ত এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আবাসা এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৩২টী আয়াত, ১৩৩টী শব্দ, ৫৫৩টী অক্ষর আছে।
[৩৬]

শানে নজুল—একদা হজরত কোরেশ সম্প্রদায়ের ওৎবা, আবু-জাহেল, আব্বাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ইস্‌লামের দিকে এই আশায় আহ্বান করিতেছিলেন যে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে বহু লোক ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে পারে। সেই সময় আবদুল্লা-এবনে-ওম্মে মকতুম নামক জনৈক অন্ধ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কোরাণ শিক্ষা দিবার জন্য হজরতকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে বলে। সে হজরতের কথোপকথনে বাধা প্রদান করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া হজরত মুখ বিমর্ষ করিয়াছিলেন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা নাজেয়াত [৭৯] এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৪৬টী আয়াত, ১৮১টী শব্দ ও ৮৯১টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—অনন্ত শক্তিময় আল্লার শক্তির কথা আর পরকাল ও পুনর্জ্জীবন প্রভৃতির বর্ণনা দ্বারা মানুষকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে,—মানুষ যেন নিজের মনকে নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সুখ-লালসার নিমিত্ত যেন পরকালের অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের পথ বিনষ্ট না করে। পরকালের প্রতি লক্ষ্য রাখার ইঙ্গিত দিবার জন্যই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা নাবা [৭৮] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৪০টী আয়াত, ১৭৪টী শব্দ ও ৮০১টী অক্ষর আছে।

শানে নজুল—হজরত প্রথম যে সময়ে লোকদিগকে ইস্‌লামের দিকে আহ্বান করিয়া কোরাণ শুনাইতেন ও কেয়ামতের ভীতিপ্রদ

সংবাদ বর্ণনা করিতেন সেই সময়ে বিধর্ম্মীরা তাঁহার প্রেরিতত্ব, কোরাণ ও কেয়ামত সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিত আর একে অপরের নিকট ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। তখন এই সুরা নাজেল হয়।